সরকারী কাজে ব্যবহারের জন্য

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচীর আওতায় প্রকল্প গ্রহণ, প্রণয়ন, অনুমোদন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ পরিপত্র
(অক্টোবর ২০০৯ পর্যন্ত সংশোধিত)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবসহাপনা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবসহাপনা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-খাদুব্যম/ত্রাক-১/১(১)/২০০৯-২০১০/৫৬ তারিখ-২৭/১০/২০০৯ খ্রিঃ

প্রেরকঃ মোহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ,
যুগ্ম-সচিব (দুঃ ব্যঃ),
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবসহাপনা মন্ত্রণালয়।

প্রাপকঃ (১) জেলা প্রশাসক, ...(সকল)।
(২) উপজেলা নির্বাহী অফিসার,..(সকল)।

বিষয়ঃ **গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচীর পরিপত্র।**

	অক্টোবর/২০০৯ পর্যন্ত সংশোধিত পরিপত্র
১।	প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ এবং সাধারণ অবস্থায় গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন করাই এ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য। তবে বাস্তবায়িত কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য হইবে গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি, গ্রামীণ জনগণের আয় বৃদ্ধি, দেশের সর্বত্র খাদ্য সরবরাহের ভারসাম্য আনয়ন এবং দারিদ্র বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি ।
২।	(ক) খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় বাজেটে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য এক বা একাধিক কিস্তিতে ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর বরাবর ন্যস্ত করিবে এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর হইতে জেলা প্রশাসক বরাবর দুঃসহতা, জনসংখ্যা ও অনগ্রসরতার ভিত্তিতে থোক বরাদ্দ প্রদান করিবে।
	(খ) গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচী খাতে প্রাপ্ত খাদ্যশস্য দ্বারা প্রকল্প গ্রহণের জন্য জনসংখ্যার ভিত্তিতে ৫০%, দুঃসহতা ও আয়তনের ভিত্তিতে যথাক্রমে ৩০% ও ২০% হারে উপজেলাওয়ারী সম্পদ বরাদ্দ করা হইবে এবং বরাদ্দকৃত সম্পদ দ্বারা ইউনিয়ন ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে হইবে।
	(গ) মন্ত্রণালয়ের বিশেষ বিবেচনায় মাননীয় সংসদ সদস্য অথবা গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিকট হইতে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশেষ প্রকল্পে খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা যাইবে।
	(ঘ) অর্থ বৎসরের শুরুতেই ইউনিয়ন পরিষদ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প বাছাই পূর্বক ইউনিয়ন পরিষদের সভায় চূড়ান্ত করিয়া জুলাই মাসের মধ্যে উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করিবে। উক্ত প্রকল্প তালিকা পাওয়ার পর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইসহ প্রাক-জরীপ গ্রহণ করিবেন। সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে যদি কোন প্রকল্প কারিগরি ত্রুটিযুক্ত (আনফিজিবল) হয়, তবে বিকল্প প্রস্তাব গ্রহণ করা যাইবে। এছাড়াও যে সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে খাদ্যশস্য নগদায়ন(৩০% এর উর্দ্ধে নয়) হবে সেক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা যুক্তিসহকারে নগদায়নের পরিমাণ উল্লেখ করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবেন। বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা, অতিবর্ষণজনিত কারণে রাস্তার ব্যাপক ক্ষতি হইলে যে কোন রাস্তা অগ্রাধিকারভিত্তিতে গ্রহণ করা যাইবে। ব্যক্তি মালিকানাধীন পুকুর যাহার পানি জনগণ অবাধে ব্যবহার করিতে পারে বা পুকুর সংস্কার করার পরও তাহা অব্যাহত থাকিবে এমন নিশ্চয়তা পাওয়া গেলে প্রকল্পটি গ্রহণের বিষয়ে উপজেলা কমিটি বিবেচনা করিতে পারে।
৩।	উপরোক্ত কর্মসূচীতে পুকুর/খাল খনন/পুনর্খনন, রাস্তা নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ,রাস্তা-বাঁধ নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য নালা ও সেচনালা খনন/ পুনর্খনন, বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠে মাটি ভরাট, মাটির কিল্লা নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ ইত্যাদি কাজের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে।
৪।	ব্যক্তি মালিকানাধীন ও বিরোধপূর্ণ জমিতে উপরে উল্লিখিত প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে না। সম্পূর্ণ নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জমির প্রাপ্যতা সংক্রান্ত সনদপত্র সংশ্লিষ্ট জমির মালিক/ওয়ারিশ, ইউপি চেয়ারম্যানের প্রত্যয়নপত্র এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের প্রতিস্বাক্ষরসহ প্রকল্প প্রস্তাবের সহিত আবশ্যিকভাবে দাখিল করিতে হইবে।
৫।	(ক) অর্থ বছরের শুরুতে ইউনিয়ন পরিষদ হইতে প্রাপ্ত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত প্রকল্পসমূহ, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সরেজমিনে যাছাই, বাছাই ও প্রাক জরীপ কাজ সম্পন্ন করিবে এবং গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ সমন্বয় কমিটির নিকট উপসহাপন করিবে।
	(খ) উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি প্রাপ্ত তালিকার ভিত্তিতে ইউনিয়ন ভিত্তিক চূড়ান্ত অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করিবে এবং সুপারিশসহ জেলা কর্ণধার কমিটি বরাবর প্রেরণ করিবে।
	(গ) উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির সভায় উপসিহত অধিকাংশ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্তভাবে প্রকল্প বাছাই করিতে হইবে। সভায় উপসিহত সদস্যদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি প্রকল্পসমূহের অগ্রাধিকার তালিকা চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত করিবে।
৬।	(ক) প্রতিটি উপজেলায় প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করিতে হইবে এবং ২ (ঘ) অনুযায়ী নির্ধারিত নীতিমালার ভিত্তিতে প্রাপ্ত সম্পদ হইতে ইউনিয়নভিত্তিক ইহা বাস্তবায়ন করিতে হইবে। (খ) উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি এলাকার গুরুত্ব অনুসারে অগ্রাধিকার তালিকার ভিত্তিতে প্রাপ্ত সম্পদের প্রকল্প গ্রহণ করিবে। উক্ত কমিটির যে সভায় প্রকল্প সমূহ চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা হইবে, সেই সভায় উপদেষ্টা হিসাবে উপসিহত থাকার জন্য

	স্থানীয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্যকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার অবশ্যই আমন্ত্রণ জানাইবেন। উক্ত সভায় উপস্থিত সংসদ সদস্যের পরামর্শ ও উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির উপস্থিত অধিকাংশ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্তভাবে প্রকল্প বাছাই করিতে হইবে। (গ) উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প তালিকা এবং উপজেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণী সংশিষ্ট জেলা কর্ণধার কমিটির সভায় অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে। (ঘ) এই কর্মসূচীর আওতায় মন্ত্রণালয় থেকে মাননীয় সংসদ সদস্যগণের অনুকূলে এলাকার উন্নয়নের জন্য বিশেষ থোক (খাদ্যশস্য) বরাদ্দ প্রদান করা হইলে সেক্ষেত্রে ৬(খ) অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হইবে না। এক্ষেত্রে মাননীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প তালিকা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ নীতিমালার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করিবেন।
৭	জেলা কর্ণধার কমিটি ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর হইতে বরাদ্দ পাওয়ার পর উপজেলা হইতে প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রাধিকার তালিকা চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করিবে এবং ইউনিয়নভিত্তিক প্রকল্পের বিপরীতে খাদ্যশস্য বরাদ্দ প্রদান করিবে।
	(ক) একটি প্রকল্পের জন্য সর্বনিম্ন বরাদ্দ হইবে ৬.০০ (ছয়) মেট্রিক টন।
	(খ) খাদ্যশস্য দ্বারা গৃহীত প্রকল্পের মাটির কাজের সাথে অন্যান্য নির্মাণ/ মেরামতের কাজ যেখানে নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের প্রয়োজন হইবে সেই সকল কাজে যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, পাইপ কালভার্ট, প্যালাসাইডিং, ইট বিছানো, ব্রীজ এপ্রোচ মেরামত ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনবোধে সর্বাধিক ৩০% গম/চাউল নগদায়ন করা যাইবে। এ ক্ষেত্রে ২(ঘ) অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হইবে। তবে এই কাজের জন্য বিক্রিত গম/চাউলের মূল্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের কম হইতে পারিবে না।
৮।	বিভিন্ন বাহিনীর (সামরিক, বিডিআর, পুলিশ ও আনসার) নিয়ন্ত্রনাধীন বিভিন্ন এলাকায় সংস্কার/ উন্নয়নমূলক কাজের জন্য বিশেষ বিবেচনায় বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য অবশ্যই কাবিখা কর্মসূচী বাস্তবায়ন নীতিমালা অনুযায়ী হইতে হইবে। এক্ষেত্রে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফপিএমসি) এর নীতিগত অনুমোদন লাগবে।
৯।	রাস্তা/রাস্তা-কাম-বাঁধের ডিজাইন/নমুনা নিম্নোক্তভাবে অনুসরণ করিতে হইবেঃ
	(ক) উপরিভাগের প্রস্থঃ রাস্তার উপরিভাগের প্রস্থ হইবে সর্বনিম্ন ৩.৬ মিটার।
	(খ) রাস্তার উচ্চতাঃ রাস্তার উচ্চতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ঐ অঞ্চলের সর্বোচ্চ বন্যার (Flood Level) স্তরের উপর কমপক্ষে ০.৭৫ মিটার হইতে হইবে। স্থানীয় পরিস্থিতি ও ভৌগলিক অবস্থাভেদে ইহা শিথিলযোগ্য হইবে।
	(গ) সাইড সেলাপঃ সর্বোচ্চ সাইড সেলাপ মাটির প্রকার ভেদের উপর নির্ভর করিবে। নিম্নের মাটির প্রকার ভেদ হিসাবে সাইড সেলাপ উল্লেখ করা হইলঃ-
	১। কাদা মাটি ঃ ১ঃ৩ ২। পলিযুক্ত কাদা মাটি ঃ ১ঃ১.৫ ৩। কাদামুক্ত পলিমাটি ঃ ১ঃ১.৫ ৪। পলিমাটি ঃ ১ঃ২ ৫। বালিমাটি ঃ ১ঃ৩
	(ঘ) বার্মঃ প্রয়োজনে রাস্তার প্রকারভেদে রাস্তার তলদেশের উভয় পার্শ্বে ন্যূনতম ৩-৫ ফুট (০.৭৫-১.৫ মিটার) বার্ম রাখিতে হইবে।
১০।	(ক) মাটি ভরাট প্রকল্পের ক্ষেত্রে নিকটবর্তী স্থায়ী সমতলকে RL ধরিয়া প্রাক ও কর্মোত্তর জরীপ হিসাব করিতে হইবে।
	(খ) মাটির প্রাপ্যতা বিবেচনায় লিডের সংখ্যা ১৫টি পর্যন্ত হিসাব করা যাইবে।
	(গ) হাওর, বাওর ও উপকূলবর্তী এলাকার বাঁধ, রাস্তা, খাল ও পুকুর ইত্যাদি প্রকল্পের মাটির কাজের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত ম্যানুয়েল অনুসরণ করিতে হইবে।
	(ঘ) প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে আরও যে সকল বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে তাহা হইলঃ (১) পানি নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখিয়া প্রকল্প গ্রহণ করিতে হইবে। (২) জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে এমন কোন প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে না। (৩) সরকারী খাস জমি বা রাস্তার পার্শ্বস্থিত খাল খনন/পুনর্খননের বিষয়টি বিবেচনায় রাখিতে হইবে। (৪) পুকুর/জলাশয় ভরাটের কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা যাইবে না।
১১।	প্রকল্প প্রণয়নকালে উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা যাচাই করিবে এবং গৃহীত প্রকল্পটি অন্য কোন সংস্থা/ এজেন্ট কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয় নাই মর্মে নিশ্চিত হইতে হইবে।

১২। প্রত্যেক জেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য নিম্নরূপ কমিটিসমূহ থাকিবেঃ-

(ক) জেলা কর্ণধার কমিটি

(১) জেলার সকল মাননীয় সংসদ সদস্য ঃ উপদেষ্টা
(২)জেলা প্রশাসক ঃ সভাপতি
(৩) পুলিশ সুপার ঃ সদস্য
(৪) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) ঃ সদস্য
(৫) পৌরসভার মেয়র (সকল) ঃ সদস্য
(৬) উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ ঃ সদস্য
(৭) নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড ঃ সদস্য
(৮) নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ঃ সদস্য
(৯) জেলা দুর্নীতি দমন কর্মকর্তা (উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক পর্যায়) ঃ সদস্য
(১০) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ঃ সদস্য
(১১) জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ঃ সদস্য
(১২) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ঃ সদস্য
(১৩) উপ-পরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর ঃ সদস্য
(১৪) জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ঃ সদস্য
(১৫) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (সকল) ঃ সদস্য
(১৬) জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা ঃ সদস্য-সচিব

কর্মপরিধিঃ

(১) উপজেলা পর্যায়ে প্রণীত সকল গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচীর প্রকল্প পর্যালোচনা ও অনুমোদন।

(২) অনুমোদিত প্রতিটি প্রকল্পের বিপরীতে খাদ্যশস্যের বরাদ্দ আদেশ জারী।

(৩) সামগ্রীকভাবে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচীর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সুপারিশ।

(৪) জেলাধীন গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচীর অগ্রগতি পর্যালোচনা ও উহার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার ব্যবসহা করিবে।

(৫) উপজেলা কর্তৃক প্রকল্পের বিপরীতে ছাড়কৃত সম্পদের সঠিক ব্যবহার হইতেছে কি না এবং শ্রমিকদিগকে তাহাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রদান করা হইতেছে কি না উহার নিশ্চয়তা বিধান করিবে।

(৬) উপরন্তু কোন প্রতিবন্ধকতা বা ত্রুটি নজরে আসিলে প্রতিবিধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবসহা গ্রহণ করিবে। জেলা কর্ণধার কমিটি ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরকে প্রয়োজনে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুপারিশ করিবে। এই কর্মসূচীর আওতায় মঞ্জুরীকৃত সম্পদের আত্মসাৎ/অপচয় রোধ করার জন্য কমিটি সতর্ক থাকিবে এবং এতদসংক্রান্ত প্রতিটি অভিযোগের উপর যথাসত্বর প্রয়োজনীয় ব্যবসহা গ্রহণ করিবে। অভিযোগসমূহের তদন্ত এবং বিচারাধীন মামলাসমূহের বিচার ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবসহা গ্রহণ করিবে।

(৭) জেলা কর্ণধার কমিটি প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের নিমিত্ত প্রতি মাসে একবার বৈঠকে বসিবে এবং প্রকল্পসমূহের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবসহাপনা মন্ত্রণালয় এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরে প্রেরণ করিবে।

(খ) উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটিঃ

(১) সহানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য ঃ উপদেষ্টা
(২) **উপজেলা চেয়ারম্যান ঃ সভাপতি**
(৩) উপজেলা নির্বাহী অফিসার ঃ সহ-সভাপতি
(৪) উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ঃ সদস্য
(৫) উপজেলা প্রকৌশলী,সহানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ ঃ সদস্য
(৬) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ঃ সদস্য
(৭) উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ঃ সদস্য
(৮) উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা ঃ সদস্য
(৯) উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ঃ সদস্য
(১০) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ঃ সদস্য
(১১) উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ঃ সদস্য
(১২) উপ সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য **প্রকৌশল** বিভাগ ঃ সদস্য
(১৩)উপজেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ঃ সদস্য
(১৪) উপজেলার ২ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি, ১জন শিক্ষক

ও ১জন মহিলা (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)ঃ সদস্য
(১৫) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ঃ সদস্য-সচিব

কর্মপরিধিঃ

(১) অর্থ বছরের শুরুতেই ইউনিয়ন ভিত্তিক প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করিয়া জেলা কর্ণধার কমিটিতে প্রেরণ করিবে।

(২) উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি সম্পদের সুষ্ঠুব্যবহার, যাবতীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রাপ্ত সম্পদের হিসাব সংরক্ষণের জন্য দায়ী থাকিবে। প্রকল্প প্রণয়ন কাজে প্রকল্পের কারিগরী সম্ভাব্যতা যাচাই কাজ এবং প্রকল্পবাস্তবায়ন কালে কারিগরি দিক পর্যালোচনা করিবে।

(৩) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল প্রকল্পের সঠিকবাস্তবায়ন ও তদারকির জন্য উক্ত কমিটি দায়ী থাকিবে। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়ন কালে কারিগরি দিক পর্যালোচনা করিবে এবং সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করিবে।

(৪) উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি অবশ্যই সংশিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদসমূহকে প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরাসরি পরিচালনা ও তদারকির কাজে অন্তর্ভুক্ত রাখিবে।

(৫) সরকারী কর্মকর্তাগণের পরিবীক্ষণ ও তদন্ত প্রতিবেদন এবং সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা করিবে এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৬) কাজের মৌসুমে প্রতিমাসে প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করিয়া তাহা জেলা প্রশাসক এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরে প্রেরণ করিবে।

(গ) ইউনিয়ন গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটিঃ

১। চেয়ারম্যান ইউনিয়ন পরিষদ	সভাপতি
২। ইউনিয়ন পর্যায়ের সকল সদস্য/সদস্যা	সদস্য
৩। ইউনিয়ন কৃষি সহকারী (বল্পক সুপারভাইজার)	সদস্য
৪। ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক	সদস্য
৫। বিআরডিবি মাঠ সহকারী	সদস্য
৬। ইউনিয়নের প্রত্যেক ওয়ার্ডের একজন সমাজকর্মী/ গণ্যমান্য ব্যক্তি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৭। ইউনিয়নের ১ জন শিক্ষক ও ১ জন মহিলা প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৮। ইউনিয়ন পরিষদ সচিব	সদস্য সচিব

কর্মপরিধিঃ
১। কমিটি সদস্য/সদস্যা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়নপূর্বক সুপারিশসহ তা উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটিতে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিবে।
২। কমিটি প্রকল্পসমূহের বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের ব্যবহার নিশ্চিত করিবে।
৩। কমিটি প্রতি মাসে প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করিয়া উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।
৪। বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের সমাপ্তি প্রতিবেদন উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

(ঘ) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিঃ

(১) অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

(২) ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করিতে হইবে এবং অনুমোদনের জন্য সভার কার্যবিবরনীসহ উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার/রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির নিকট দাখিল করিতে হইবে। উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার/রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি দাখিলকৃত কমিটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করিবেন। কোন বিষয়ে দ্বিমত সৃষ্টি হইলে উপজেলা কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সকল সদস্যকে অবশ্যই ইউনিয়নের অধিবাসী হইতে হইবে। প্রত্যেক কমিটিতে অন্ততঃপক্ষে একজন মহিলা সদস্য থাকিবেন। চেয়ারম্যানসহ কমিটির সদস্য সংখ্যা ৫ হইতে ৭ জন হইবে। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড মেম্বার সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের মহিলা সদস্যগণের মধ্য হইতে অথবা একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রকল্প চেয়ারম্যান মনোনীত হইবেন। প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট নহে এইরূপ প্রকল্পের ক্ষেত্রে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি কমিটির সভাপতি মনোনীত হইলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সদস্য কমিটির সদস্য সচিব হইবেন। কমিটিতে সমাজকর্মী, স্কুল শিক্ষক (বেসরকারী) ও আনসার ভিডিপির সদস্য থাকিবেন। তবে কোন কারণে সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান/মেমবার অনুপস্থিত থাকিলে ইউনিয়ন পরিষদ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে অন্যকোন মেমবারকে প্রকল্প চেয়ারম্যান হিসাবে মনোনয়ন দেওয়া যাইতে পারে ।

(৩) জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটিকে এলাকার ন্যূনতম ২ জন গণ্যমান্য সদস্যসহ ৫-৭ সদস্যের একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করিতে হইবে। প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধান এই প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য-সচিব হইবেন। সংশ্লিষ্ট জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্য, প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানকে সভাপতি করা যাইবে। প্রতিষ্ঠান প্রধানকে সভাপতি করা হইলে অন্য কোন শিক্ষককে সদস্য-সচিব করা যাইবে-তবে এই ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৪) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে সম্মতি আছে কি না ইহার প্রমাণস্বরূপ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির প্রস্তাব

	ফরমে (সংলগ্নী-১) সকলের স্বাক্ষর থাকিবে। উক্ত ফরম একই সাথে সদস্যদের নমুনা স্বাক্ষরের ফরম হিসাবে বিবেচিত হইবে। পিআইওর সুপারিশে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এই ফরমে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি অনুমোদন করিবেন।
	(৫) প্রতিটি প্রকল্পের জন্য একটি করিয়া প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করিতে হইবে। কিন্তু কোন একটি প্রকল্প যদি একাধিক ইউনিয়ন অতিক্রম করে তবে একটি প্রকল্পে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি অর্থাৎ প্রতিটি ইউনিয়নের জন্য একটি করিয়া কমিটি গঠন করা যাইবে। একই ইউনিয়নাধীন কোন একটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে খাদ্যশস্যের বরাদ্দের পরিমাণ ৫০ মেঃ টনের বেশী হইলে সেই প্রকল্পের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা কর্ণধার কমিটির অনুমোদনক্রমে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা যাইবে।
	(৬) একই অর্থবছরে কোন ইউনিয়নে ৩টির অধিক গ্রা.অ.স প্রকল্প থাকিলে কমপক্ষে একটি প্রকল্পের চেয়ারম্যান মহিলা (চেয়ারম্যান বা সদস্যাদের মধ্য হইতে) হইবে।
	(৭) কোন অবস্থাতেই এক ব্যক্তি দুইটির বেশী গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচীর প্রকল্প চেয়ারম্যান হইতে পারিবেন না এবং কোন সরকারী কর্মচারী প্রকল্প কমিটির অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারিবেন না। কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানের খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হইলে ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রধান/মনোনীত প্রতিনিধি প্রকল্প কমিটির সদস্য-সচিব হইতে পারিবে।
	(৮) ইতোপূর্বে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার/রক্ষণাবেক্ষণ/ ভিজিডি/ভিজিএফ কর্মসূচীর, খাদ্যশস্য, ত্রাণ সামগ্রী বা অর্থ ও মালামালসহ কোন প্রকার সরকারী সম্পদ আত্মসাতের অপরাধে যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা চলিতেছে অথবা অভিযুক্ত হিসাবে যাহাদের বিরুদ্ধে ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর কিংবা দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক তদন্ত অনুষ্ঠিত হইতেছে অথবা সরকার কর্তৃক অনুষ্ঠিত তদন্তে জনগণের সম্পত্তি অপব্যবহার বা আত্মসাত করিয়াছে বলিয়া প্রমান পাওয়া গিয়াছে তাহাদিগকে এই কমিটিতে কোনক্রমেই প্রকল্প চেয়ারম্যান/সদস্য হিসাবে মনোনীত করা যাইবে না।
	(৯) যদি কেহ পূর্ববর্তী বৎসরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচী প্রকল্পে ব্যয়িত খাদ্যশস্যের হিসাব অর্থাৎ মাষ্টাররোল/বিল ভাউচারসহ অন্যান্য কাগজপত্রাদি দাখিল না করিয়া থাকেন অথবা ব্যয়িত খাদ্যশস্যের সামঞ্জস্যপূর্ণ কাজের হিসাব সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট বুঝাইতে অসমর্থ হইয়া থাকেন তবে তাহাকে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান/সদস্য হিসাবে মনোনীত করা যাইবে না।
	(১০) যদি কোন প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন উপরোক্ত নিয়মের পরিপন্থী হয় তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সাময়িকভাবে স্থগিত বা বাতিল করা যাইতে পারে।
১৩।	**বিভিন্ন কর্মকর্তা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির দায়িত্বঃ-**
(১৩.১)	ক) **বিভাগীয় কমিশনারঃ** বিভাগীয় কমিশনারগণ জেলা প্রশাসকগণের সাথে মাসিক সমন্বয় সভার মাধ্যমে কাবিখা/টিআর প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করিবেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা প্রদান করিবেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নীতিমালা অনুসারে প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। বিভাগীয় কমিশনারগণ জেলা সফরে গেলে সেই জেলার কাবিখা/টিআর প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করিবেন।
(১৩.১)	**খ) জেলা প্রশাসকঃ** (১) তিনি গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচীর সার্বিক তত্বাবধান ও সমন্বয় করিবেন। (২) তিনি প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করিবেন এবং সরকারের নিকট রিপোর্ট প্রেরণ করিবেন। (৩) খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবসহাপনা মন্ত্রণালয়/ ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর কর্তৃক এ সংক্রান্ত অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন। (৪) তিনি জেলা কর্ণধার কমিটির সভা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় ব্যবসহা গ্রহণের নিশ্চিয়তা বিধান করিবেন এবং কমিটির সকল সদস্যবৃন্দ যাহাতে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকেন তাহার নিশ্চিয়তা বিধান করিবেন। (৫) বর্ষা/প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিসিহতিতে মাঠের অবসহা পর্যালোচনা করিয়া বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য ছাড়করণের ব্যবসহা করিবেন। (৬) কর্ণধার কমিটিতে গৃহীত প্রকল্পসমূহ অনুমোদনের পর প্রকল্পওয়ারী সম্পদের বরাদ্দ আদেশ (এ,ও) সংশিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুকূলে জারী করিবেন। (৭) প্রকল্পসমূহ অনুমোদনের পর পরই অনুমোদিত প্রকল্প তালিকার ১ কপি, প্রকল্প প্রাক্কলন ছকের সংক্ষিপ্ত বিবরণী (সংলগ্নী ছক মোতাবেক), উপজেলার গৃহীত প্রকল্পের অবসহান দেখাইয়া উপজেলার এক কপি মানচিত্রসহ ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করিবেন।
(১৩.২)	**জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তাঃ** (ক) গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচীর প্রকল্পসমূহের কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা ব্যাপকভাবে সংশ্লিষ্ট উপজেলাসমূহ পরিদর্শন করিবেন এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরে তাঁহার পরিদর্শন রিপোর্ট প্রেরণ করিবেন। তিনি সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কাজের অগ্রগতির সমন্বয় করিবেন এবং এতদুদ্দেশ্যে তিনি পিআইওদের মাসিক বৈঠক আহবান করিবেন এবং মাসের ৪ তারিখের মধ্যে পরবর্তী মাসিক বৈঠকের কার্যবিবরনী ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরে এবং মন্ত্রণালয়ের কাবিখা কর্মসূচী অনুবিভাগে প্রেরণ করিবেন। উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ জেলা সমন্বয় কমিটির সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করার পূর্বে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জেলার সকল পিআইওগণের সহিত পর্যালোচনা সভায় মিলিত হইবেন এবং প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা করিয়া উহার সঠিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হইবেন। প্রয়োজনবোধে এক উপজেলার প্রকল্প প্রস্তাব অন্য উপজেলার পিআইও দ্বারা পরীক্ষা করানো যাইতে পারে। এইভাবে প্রাপ্ত সকল প্রস্তাবসমূহের কারিগরি ও বিধিগত দিক পরীক্ষান্তে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জেলা সমন্বয় কমিটির নিকট পেশ করিবেন। ত্রুটিপূর্ণ প্রকল্প প্রস্তাব জেলা সমন্বয় কমিটির নিকট প্রেরিত হইলে উহার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট পিআইও

	দায়ী হইবেন। উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি কর্তৃক প্রণীত প্রকল্প প্রস্তাব সমূহের সঠিকতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প প্রস্তাবসমূহ যে কোন সময় পরীক্ষা করিয়া প্রয়োজনবোধে উহা সংশোধনের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দিতে পারিবেন।
	(খ) জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা মাসে অন্ততঃ ১৫(পনের) দিন জেলার বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন করিবেন এবং প্রত্যেক মাসের ১০ তারিখে ও ২৫ তারিখে সুপারিশসহ প্রতিবেদন জেলা প্রশাসকের নিকট দাখিল করিবেন। উক্ত প্রতিবেদনের এক কপি ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচী অনুবিভাগে প্রেরণ করিতে হইবে। প্রত্যেক জেলা কর্ণধার কমিটির সভায় এই প্রতিবেদন পর্যালোচনা করিতে হইবে এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নিমিত্ত ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরে প্রেরণ করিবে।
	(গ) জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা তাহার জেলাধীন প্রতি উপজেলার মোট প্রকল্পের মধ্যে ন্যূনপক্ষে ১০% প্রকল্পের প্রাকজরীপ যাচাই, পরিবীক্ষণ ও কর্মোত্তর জরীপ গ্রহণ করিবেন এবং কমপক্ষে ১৫-২০% প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করিবেন এবং যথাসময়ে প্রতিবেদন ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরে প্রেরণ করিবেন।
(১৩.৩)	**উপজেলা নির্বাহী অফিসারঃ** উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত নীতিমালা ও পরিপত্র অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করিবেন। প্রতিমাসে যাহাতে কমপক্ষে উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় তাহা নিশ্চিত করিবেন। তিনি ঘন ঘন প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ পরিদর্শন করিয়া প্রকল্পের সুষ্ঠু সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করিবেন ও উপজেলা কমিটিকে অবহিত করিবেন। তিনি প্রকল্পের চূড়ান্ত পরিমাপ লেভেল বহিতে লিপিবদ্ধ আছে কিনা তাহা যাচাই ও স্বাক্ষর করিয়া চূড়ান্ত কিস্তির খাদ্যশস্য/অর্থ ছাড়ের নির্দেশ প্রদান করিবেন।
(১৩.৪)	**উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাঃ** (ক) পিআইও গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার প্রকল্পের সার্বিক তত্বাবধানে থাকিবেন। (খ) গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচীর সকল প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও উপজেলা কর্তৃপক্ষের নথিতে প্রয়োজনীয় সঠিক মাপ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখার দায়িত্ব পিআইওর। (গ) পিআইও বার বার প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করিবেন। তিনি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক গৃহীত কর্তিত মাটির খাদের মাপ পরীক্ষাপূর্বক কর্তিত মাটির পরিমাণ যাচাই করিয়া সম্পাদিত কাজের গুনগত মান নির্ধারণ করিবেন এবং শ্রমিকগণ যাহাতে সময়মত তাহাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক পায় সে বিষয়ে নিশ্চয়তা বিধান করিবেন। (ঘ) পিআইও প্রকল্পের ডিজাইন ও নির্দেশাবলী যাচাই করিবেন এবং বাস্তবায়ন কমিটিকে কর্মসূচীর নিয়ম কানুন ও কারিগরি বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করিবেন। তিনি প্রকল্পের ডিজাইন শীট এবং পরিপত্রের সংশ্লিষ্ট অংশের কপি পিআইসি কে সরবরাহ করিবেন। (ঙ) সম্পদ ছাড় করণের প্রস্তাব/সুপারিশ করার পূর্বে পিআইও অবশ্যই প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন করিবেন এবং সম্পাদিত কাজ যাচাই করিয়া দেখিবেন এবং নির্ধারিত ছকে পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করিবেন। (চ) পিআইও প্রয়োজন মোতাবেক সরকারী পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণকে সকল প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করিবেন। (ছ) তিনি গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচীর প্রতিটি প্রকল্পের জন্য একটি করিয়া পৃথক হাল নাগাদ নথি সংরক্ষণ করিবেন। প্রকল্পের যাবতীয় দলিলপত্র যথা মূল প্রকল্প ছক, লেভেলবহি, বরাদ্দ আদেশের অনুলিপি, খাদ্যশস্য উত্তোলন সংক্রান্ত অধিযাচন ফরম ও অর্পনাদেশ জারীর অনুরোধপত্র, তদারকি, পরিধারণ ও পরিদর্শনের প্রতিবেদন সংশিলষ্ট নথিতে সংরক্ষণ করিবেন। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির নিকট হইতে প্রতি কিস্তি মাষ্টাররোল সহ অন্যান্য কাগজপত্র গ্রহণের সময় প্রাপ্তি রশিদ অবশ্যই প্রদান করিতে হইবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন, পরিবহন ও আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ সকল লেনদেনের বিবরণীও এই নথিতে সংরক্ষিত হইবে। প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সংশ্লিষ্ট সকল নথিপত্র মাষ্টার রোলসহ এই নথিতে নথিভুক্ত হইবে এবং প্রাপ্ত নথিপত্রের জন্য উপজেলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিকে রশিদ প্রদান করিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট নথিপত্রের সুষ্ঠু সংরক্ষণ এবং নিরীক্ষকগণের সম্মুখে চাহিবামাত্র উপস্থিত করার জন্য পিআইও দায়ী থাকিবেন। প্রকল্পের পরিমাপ বহিতে ও লেভেলবহিতে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং পরিমাপ বহি ও লেভেল বহি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর/প্রতিস্বাক্ষর গ্রহণের পর সংরক্ষণ করিবেন। তিনি প্রকল্পের চূড়ান্ত পরিমাপ গ্রহণ ব্যতিরেকে শেষ কিস্তির সম্পদ ছাড় করণের প্রস্তাব পেশ করিবেন না। (জ) তিনি উত্তোলিত ও ব্যয়িত খাদ্যশস্যের জন্য প্রাপ্ত মাষ্টার রোল বিধি মোতাবেক সমন্বয়ের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট নথিতে পেশ করিবেন।
(১৩.৫)	**প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পি আই সি)ঃ** নিম্নে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির দায়িত্বাবলী উল্লেখ করা হইলঃ (ক) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান, প্রকল্প সেক্রেটারী, শ্রমিক সর্দার ও সুপারভাইজারগণের সহায়তায় প্রকল্পের মাপ গ্রহণ করিবেন এবং হিসাব-নিকাশ, নথিপত্র প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তাকে চাহিবামাত্র প্রকল্প সংক্রান্ত সকল হিসাব-নিকাশ ও নথিপত্র দেখাইবেন। তিনি পরিপত্র অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করিবেন। বিধি বহির্ভূত কোন সম্পদ ব্যয় করিলে তাহার যাবতীয় দায়দায়িত্ব পিআইসির উপর বর্তাইবে।
	(খ) প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান এবং সদস্যবৃন্দ একক বা যৌথভাবে প্রত্যেকেই দায়ী থাকিবেন। প্রকল্প কমিটির প্রত্যেক সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং উহাতে উপস্থিত প্রত্যেক সদস্যের স্বাক্ষর থাকিতে হইবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান প্রকল্প চলাকালীন সময়ে প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার সভা আহবান করিবেন।

	(গ) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান নিজে বা তাহার মনোনীত প্রতিনিধির মারফত খাদ্যশস্য উত্তোলন, যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও তাহা শ্রমিকদের মধ্যে ন্যায্যভাবে বিধি অনুসারে বিতরণের জন্য দায়ী থাকিবেন। তিনি ব্যয়িত সম্পদের মাষ্টার রোল এবং অন্যান্য হিসাব পত্রাদি সংরক্ষণ করিবেন।
	(ঘ) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকে বিধায় কমিটি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবে। অপরদিকে ইউনিয়ন পরিষদ দায়ী থাকিবে উপজেলা কর্তৃপক্ষের নিকট। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান প্রকল্প সংক্রান্ত হিসাব নিকাশের জন্য উপজেলা কর্তৃপক্ষের নিকট দায়ী থাকিবেন।
	(ঙ) প্রথম কিস্তির খাদ্যশস্য উত্তোলনের প্রাক্কালে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান এবং সেক্রেটারী ''প্রকল্পে বরাদ্দকৃত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য দায়ী থাকিবেন'' মর্মে একটি আইন সম্মত চুক্তিনামা (সংলগ্নী-২ অনুযায়ী) স্বাক্ষর করিবেন। উহা ১৫০/-টাকার বা বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় মূল্যের নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে সম্পাদন করিতে হইবে।
	(চ) প্রকল্প চলাকালীন সময়ে প্রকল্প চেয়ারম্যান এর মৃত্যু হইলে বা তিনি দায়িত্ব পালনে অপারগ হইলে বা অপসারিত হইলে বা দন্ডপ্রাপ্ত হইলে প্রকল্প সেক্রেটারীর উপর দায়িত্ব বর্তাইবে। কমিটি অতি শীঘ্র প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যদের মধ্য হইতে একজনকে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচন করিবেন এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুমোদন গ্রহণ করিবেন। গৃহীত সম্পদ ও বাস্তবায়িত কাজের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্যতা দেখা দিলে সে কমিটির সকল সদস্য সমভাবে দায়ী থাকিবেন।
(১৩.৬)	**সর্দার ও সুপারভাইজারঃ** (ক) খাদ্যশস্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে সর্দার বলিতে কর্মরত শ্রমিক সর্দারকে বুঝাইবে। তিনি দলীয় শ্রমিকদের দ্বারা মনোনীত হইবেন, প্রকল্প কমিটি কর্তৃক নহেন। তিনি শ্রমিকদের সাথে মাটির কাজ করিলে মজুরীর অংশ পাইবেন । অন্যথায় তিনি শুধুমাত্র সর্দারী প্রাপ্য হইবেন। (খ) সুপারভাইজার বলিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক সাময়িকভাবে নিয়োজিত ব্যক্তিকে বুঝাইবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির প্রথম সভায় এই সুপারভাইজার নিয়োগ অনুমোদনপূর্বক সুপারভাইজারের নাম ও ঠিকানা কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। সর্দারসহ প্রায় ১০০ জন শ্রমিকের একটি দলের কাজ তত্বাবধানের দায়িত্ব সাধারণতঃ একজন সুপারভাইজারের উপর ন্যস্ত থাকিবে। সুপারভাইজারের দায়িত্ব নিম্নরূপঃ- ১. শ্রমিকদের পরিচালনা করা, ২. প্রকল্প কমিটিকে মাপ গ্রহণে সহায়তা করা, ৩. নির্ধারিত ডিজাইন ও নির্দেশ মোতাবেক কাজের নিশ্চয়তা বিধান, ৪. শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধের সময় উপস্থিত থাকা, ৫. প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত ব পালন করা। ৬. সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করিলে তিনি পারিশ্রমিক পাইবেন না।
১৪।	**বরাদ্দ আদেশ জারী, অবমুক্তি আদেশ, খাদ্যশস্য উত্তোলন, বন্টন এবং হিসাব সংরক্ষণঃ**
	(ক) জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার সমন্বয় কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসক গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচীর সকল অনুমোদিত প্রকল্পের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুকূলে প্রতিটি অনুমোদিত প্রকল্পের নাম এবং প্রকল্পওয়ারী খাদ্যশস্যের পরিমাণ উল্লেখ করিয়া বরাদ্দ আদেশ (এ,ও) জারী করিবেন। একই সাথে ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর হইতে প্রাপ্ত খাদ্যশস্যের পরিবহন ও আনুসঙ্গিক খরচের থোক বরাদ্দ উত্তোলনপূর্বক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অনুকূলে প্রেরণ করিবেন। প্রাপ্ত বরাদ্দের অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় পরিবহন ও আনুসঙ্গিক খরচের জন্য অর্থের প্রয়োজন হইলে জেলা প্রশাসকগণ ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের নিকট পরবর্তী পর্যায়ে যৌক্তিকতাসহ চাহিদাপত্র প্রেরণ করিতে পারিবেন।
	(খ) কেবলমাত্র নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী পূরণ হইলেই উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিসারের নিকট প্রথম কিস্তির খাদ্যশস্যের জন্য অধিযাচন পত্র দাখিল করিবেনঃ- ১. প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন এবং উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি কর্তৃক তাহা অনুমোদন। ২. প্রকল্প এলাকায় সাইনবোর্ড স্থাপন। ৩. প্রকল্প কমিটি কর্তৃক চুক্তিনামা সম্পাদন। প্রকল্পের বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য ২৫% এর বেশী পরিমাণ কোন একক কিস্তিতে প্রদান করা যাইবে না। তবে ৬ মেঃ টনের প্রকল্পে ২ (দুই) কিস্তিতে খাদ্যশস্যের অর্পনাদেশ দেওয়া যাইতে পারে।
	(গ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের বরাবরে অর্পনাদেশ জারীর অনুরোধপত্র প্রেরণ করিবেন। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান পণ্য অধিযাচন ফরম (সংলগ্নী-৫) এর মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার নিকট চাহিদা পত্র দাখিল করিবেন। প্রকল্প কমিটির চাহিদা প্রাপ্তির পর পিআইও চাহিদার যথার্থতা যাচাই করিবেন এবং অর্পনাদেশ জারীর কার্যক্রম গ্রহণ করিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বরাবরে সুপারিশ পেশ করিবেন। প্রথম কিস্তির পরবর্তী কোন কিস্তির খাদ্যশস্যের অর্পনাদেশ জারীর পূর্বে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কাজের মাপ, খাদ্যশস্য পরিশোধের হিসাব এবং কাজের অগ্রগতির নথিপত্রসমূহ পুংখানুপুংখরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং পিআইও এর মারফত যাচাই করিয়া লইবেন। প্রয়োজনবোধে সরেজমিনে পরিদর্শন/পুনর্যাচাইপূর্বক উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাদ্যশস্যের অর্পনাদেশ জারীর অনুরোধপত্র উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের বরাবরে প্রেরণ করিবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের স্বাক্ষর সম্বলিত চাহিদাপত্র প্রাপ্তির পর উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যানের অনুকূলে এবং স্থানীয় এল এস ডি/সি এস ডি এর বরাবরে খাদ্যশস্যের ডি ও জারী করিবেন। পূর্ববর্তী কিস্তিতে প্রদত্ত খাদ্যশস্যের অন্ততঃপক্ষে ৭৫% মাষ্টার রোল সমন্বয় না করা পর্যন্ত

	পরবর্তী কিস্তির খাদ্যশস্যের অর্পনাদেশ দেওয়া যাইবে না। প্রকল্পের কোন অনিয়ম বা সম্পদ অপচয়ের বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং উপজেলা পিআইও উভয়কে সতর্ক থাকিতে হইবে।
	(ঘ) পূর্ববর্তী অর্পনাদেশের আনুমানিক ২৫% খাদ্যশস্য প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির হাতে অবশিষ্ট থাকিতেই দ্বিতীয় এবং অনুরূপভাবে তদপরবর্তী পর্যায়ের অধিযাচনপত্রসমূহ দাখিল করিতে হইবে।
	(ঙ) নির্ধারিত তারিখের মধ্যে অনুমোদিত কাজে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য ব্যবহার করা সম্ভব ঐ পরিমাণের অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উত্তোলন না করার বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ খাদ্যশস্য কিস্তিতে অগ্রিম প্রদানের উদ্দেশ্যে সুপারিশ করিবার পূর্বে পিআইও প্রকল্পের নথিপত্র পরীক্ষা করিবেন এবং প্রকল্প পরিদর্শন করিয়া চাহিদার যৌক্তিকতা যাচাই করিবেন। অগ্রিম প্রদানের কারণে যদি উহা অব্যবহৃত থাকে, এই জন্য দায়ী ব্যক্তিদেরকে সকল ক্ষয়ক্ষতি বহন করিতে হইবে।
	(চ) বিলম্বিত/ আংশিক ও খাদ্যশস্য প্রকল্পে নগদ টাকায় মজুরী প্রদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং অনুরূপ ব্যয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইবে না।
	(ছ) কেবলমাত্র সম্পূর্ণ প্রকল্পের কর্মোত্তর মাপ গ্রহণের পরই খাদ্যশস্যের সর্বশেষ অধিযাচনপত্র উপস্থাপন করা যাইবে। সর্বশেষ কিস্তির ডি.ও জারীর পর নির্ধারিত তারিখের মধ্যে খাদ্যশস্য উত্তোলনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবে। কোন কারণে স্থানীয় খাদ্য গুদামে খাদ্যশস্য মজুদ না থাকিলে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক অন্য কোন নিকটবর্তী খাদ্যগুদাম হইতে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে উহা প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন।
	(জ) কোন অবস্থাতেই এক প্রকল্পের মঞ্জুরীকৃত খাদ্যশস্য অন্য প্রকল্পে ব্যবহার করা যাইবে না। অনুমোদিত কোন প্রকল্পে খাদ্যশস্য ছাড় করার পূর্বেই যদি প্রকল্পটি বাতিলযোগ্য হয় তবে ঐ পরিমাণ খাদ্যশস্য দ্বারা বিকল্প প্রকল্প প্রস্তাব জেলা প্রশাসক যৌক্তিকতা সহকারে জেলা কর্ণধার কমিটিতে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন। অনুমোদিত এক প্রকল্পের মঞ্জুরীকৃত খাদ্যশস্য অন্য কোন প্রকল্পে ব্যবহার করা হইলে ঐ খাদ্যশস্য আদায়ের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে। বিষয়টি ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরকে অবহিত করিতে হইবে।
১৫।	**নথিপত্রসমূহ সংরক্ষণঃ** প্রতিটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি নিম্নবর্ণিত নথিপত্রসমূহ সংরক্ষণ করিবেনঃ- (ক) মাপবহি (সংলগ্নী-১০) (খ) মাপ ও মজুরী প্রদানের কাগজপত্র সমূহ (সংলগ্নী -৯) (গ) নিয়মিত মাষ্টাররোল সহ সমন্বিত মাষ্টাররোল (সংলগ্নী -৬ ও ৭) (ঘ) খাদ্যশস্যের জন্য মজুদ খতিয়ান
১৬।	**খাদ্যশস্য পরিবহন খরচ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় (টন প্রতি)ঃ**
	খাদ্যশস্যের পরিবহন ব্যয় নিম্নরূপভাবে হইবেঃ- <u>দুরত্বের পরিমাণ</u> — <u>দর (টাকা)</u> ১। সমতল এলাকার জন্যঃ (ক) ১-১০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত — ২৩০/- (খ) ১১-২০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত — ২৮০/- (গ) ২১ কিঃ মিঃ এবং তদূর্দ্ধ — ৩০০/- ২। হাওর এলাকার জন্যঃ (ক) ১-১০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত — ২৭০/- (খ) ১১-২০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত — ৩২০/- (গ) ২১ কিঃ মিঃ এবং তদূর্দ্ধ — ৩৫০/- ৩। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলার জন্যঃ (ক) ১-১০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত — ৩০০/- (খ) ১১-২০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত — ৩৫০/- (গ) ২১ কিঃ মিঃ এবং তদূর্দ্ধ — ৩৮০/- আলোচ্য পরিবহন ব্যয়ের ৬০ শতাংশ বাজেট বরাদ্দ থেকে এবং ৪০ শতাংশ খালি চটের বস্তা বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে মেটানো হইবে। **চটের** খালি বস্তার মূল্য ২৫/- টাকার কম হইবে না। যদি একটি খালি বস্তার মূল্য ২৫/- (পঁচিশ) টাকার কম হয় তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার বিষয়ইটি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং সন্তুষ্ট হইলে সমন্বয় করিবেন। অতিরিক্ত পরিবহন খরচের প্রয়োজন হইলে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে অধিদপ্তরে প্রসস্তাব প্রেরণ করিবেন। আর্থিক বছর শেষে এই খাতের অব্যয়িত অর্থ সরকারের নির্ধারিত খাতে জমা করিতে হইবে। পলি বস্তার মূল্য ৮/- (আট) টাকা ধার্য্য করিতে হইবে এবং এক্ষেত্রে ২০% আয় বস্তার বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা পরিবহন খরচের ব্যয় সমন্বয় করিতে হইবে। অবশিষ্ট ৮০% পরিবহন ব্যয় হিসাবে বরাদ্দ দেওয়া হইবে।
	৪। এতদ্ব্যতীত খাদ্যশস্য প্রকল্পের ফরম ছাপানো, প্রকল্পের সাইনবোর্ড তৈরী, ষ্টেশনারী সামগ্রী এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির আনুষঙ্গিক খরচের নিমিত্ত প্রতি মেঃ টন খাদ্যশস্যের জন্য ১০০/- টাকা হারে হিসাব করিয়া প্রতিটি প্রকল্প কমিটির জন্য ন্যূনপক্ষে ১০০০/- টাকা

	হারে আনুষঙ্গিক তহবিল প্রদান করিতে হইবে। উপজেলায় বরাদ্দকৃত এই আনুষঙ্গিক তহবিলের ৫০% দিয়া পিআইও কমিটিসমূহের জন্য নির্ধারিত ছকে নির্দেশাবলীর আলোকে প্রয়োজনীয় ফরম এবং প্রকল্পের সাইনবোর্ড তৈয়ার করিয়া তাহা পিআইসি কে প্রদান করিবেন।এতদভিন্ন উক্ত অর্থের মধ্য হইতে প্রকল্পের কাজ নিবিড়ভাবে তদারকীর জন্য পিআইও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে পরামর্শক্রমে সুপারভাইজার নিয়োগ করিতে পারিবেন। এইক্ষেত্রে ব্যয়িত অর্থের যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করিতে হইবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সেক্রেটারীদের সম্মানী এবং প্রকল্পের দেখাশুনার জন্য প্রশাসনিক/যাতায়াত খরচ বাবদ আনুষঙ্গিক তহবিলের অবশিষ্টাংশ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যানকে প্রদান করিতে হইবে।
	৫। খাদ্যশস্য দ্বারা গৃহীত প্রকল্পের আনুষঙ্গিক ব্যয় ও পরিবহন খরচের অর্থ উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং পিআইওর যৌথ স্বাক্ষরে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যানের অনুকূলে প্রাপকের নামে কেবলমাত্র ব্যাংকে ভাঙ্গানোযোগ্য বিধি মোতাবেক ক্রস চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করিতে হইবে। শেষ কিস্তির খাদ্যশস্য উত্তোলনের সময় হিসাবান্তে পাওনা অনুযায়ী পরিবহন ও আনুষঙ্গিক খরচের অবশিষ্ট অর্থ কমিটিকে প্রদান করিতে হইবে। আর্থিক বৎসর শেষে এই খাতের অব্যয়িত অর্থ সরকারের নির্ধারিত খাতে জমা করিতে হইবে।
	৬। পরিবহন ও আনুষঙ্গিক খরচের হার সরকার কর্তৃক পরিবর্তনযোগ্য।
১৭।	মাপ ও মজুরীঃ

১৭.১। গম/চাল দ্বারা গৃহীত মাটির কাজের প্রকল্প প্রণয়নে নিম্নবর্ণিত দর তফশীল অনুসরণ করিতে হইবেঃ

ক্র.নং	আইটেমের বিবরণ	একক	
			গম/ চাউল (কেজি)
০১	মূল মাটির কাজঃ স্বাভাবিক সব ধরনের রাস্তা, বাঁধ ইত্যাদি (প্রাথমিক লিড ৩০ মিটার এবং লিফট ১.৫০ মিটার) মাটি কাটা, উত্তোলন, বহন এবং ১৫০ মিমি স্তরে বিছানো পার্শ্ব ঢাল ও নির্ধারিত নির্দেশ মত সম্পন্নকরন।	ঘনমিটার	২.৪৮৯
০২	অতিরিক্ত লিফটঃ ১.৫০ মিটারের উর্ধ্বে প্রতি ১.০০ মিটার অথবা তার অংশ বিশেষের (০.৩০ মিটারের কম নহে) জন্য।	ঘনমিটার	০.৩৭৩
০৩	অতিরিক্ত লিডঃ ৩০ মিটারের উর্ধ্বে প্রতি ১৫ মিটার অথবা তার অংশ বিশেষের (৫.০০ মিটারের কম নহে) জন্য। সর্বোচ্চ ১৫ টি।	ঘনমিটার	০.৪৯৮
০৪	ম্যানুয়াল কম্প্যাকশন (মাটি দৃঢ়করণ)ঃ কাঠের হাতুড়ী, বাঁশের গুড়লী অথবা দুরমুজ দ্বারা ১৫০ মিমি স্তরে ঢেলা সরবরাহ ইত্যাদি যাবতীয় কাজ নিয়োজিত কর্মকর্তার নির্দেশমত সম্পন্ন করণ ইত্যাদি।	ঘনমিটার	০.৮০৯
০৫	লেভেলিং, ড্রেসিং, ক্যাম্বারিং, পার্শ্ব ঢাল ঠিককরণ ইত্যাদি যাবতীয় কাজ নিয়োজিত কর্মকর্তার নির্দেশ মত সম্পন্নকরণ।	বর্গমিটার	০.৪৩৬
০৬	টার্ফিংঃ কমপক্ষে ২২৫ বর্গ মিমি আয়তনের ঘাসের চাপড়া সরবরাহ করিয়া রাস্তা, বাঁধ ইত্যাদির পার্শ্ব ঢাল এবং উপরিভাগে স্থাপন করা এবং গজাইয়া না উঠা পর্যন্ত পানি সেচসহ যাবতীয় কাজ নিয়োজিত কর্মকর্তার নির্দেশ মত সম্পন্নকরণ।	বর্গমিটার	০.৬২২
০৭	পানি সেচঃ প্রয়োজন অনুযায়ী মাটি কাটার স্থান হইতে পানি নিস্কাশন এবং নিরাপদ দূরত্বে সরানোসহ যাবতীয় কাজ নিয়োজিত কর্মকর্তার নির্দেশমত সম্পন্নকরণ।	ঘনমিটার	১.২৪৫
০৮	মূল মাটির কাজঃ স্বাভাবিক মাটির পুকুর, নালা ও সেচনালা ইত্যাদি মাটিকাটা প্রয়োজনীয় দূরত্বে সরানো, সরানো মাটি লেভেলিং ড্রেসিং করা (প্রাথমিক লিড ২০ মিটার এবং লিফট ২.০০ মিটার) ইত্যাদি সকল কাজ নিয়োজিত কর্মকর্তার নির্দেশ মত সম্পন্নকরণ।	ঘনমিটার	৩.১১২
০৯	অতিরিক্ত লিফটঃ ২.০০ মিটারের উর্ধ্বে প্রতি ১.০ মিটার অথবা তার অংশ বিশেষের (০.৩০ মিটারের কম নহে) জন্য।	ঘন মিটার	০.৪৯৮
১০	অতিরিক্তি লিডঃ ২০ মিটারের উর্ধ্বে প্রতি ১০ মিটার অথবা তার অংশ বিশেষের (৩.০০ মিটারের কম নহে) জন্য।	ঘন মিটার	০.৬২২
১১	শক্ত, কাদা, বালি মাটির জন্য অতিরিক্ত।	ঘন মিটার	০.২৪৯
১২	সুপারভিশন (তদারকি) এর জন্য।		১%
১৩	সর্দারের মজুরীর জন্য		১%

১৭.২	**মাটির সংকোচন/ ক্ষয়ক্ষতির হারঃ** প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী বৎসরে (প্রকল্প সমাপ্তির আর্থিক বৎসর অন্তে দুই মাস) মাপ গ্রহণকালে মোট কর্তিত মাটির ১৫% হারে এবং পরবর্তী

	বৎসর আরও ১০% হারে হ্রাস যোগ করিয়া মাটির সংকোচন ও ক্ষতির হার বিবেচনা করিতে হইবে। মাটির কাজের ম্যানুয়াল অনুযায়ী জলাভূমি/ হাওর এলাকায় সম্পাদিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ৫% হ্রাস যোগ হইবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য বর্ণিত হার ক্ষতির মাত্রা অনুযায়ী বৃদ্ধি পাইবে। সংশ্লিষ্ট জেলা কর্তৃপক্ষের সুপারিশক্রমে তাহা পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর এই মাত্রা নির্ণয় করিতে পারিবেন।
১৮।	**প্রকল্পের সাইনবোর্ডঃ**
১৮.১।	প্রত্যেক প্রকল্প এলাকায় নিম্নোক্ত তথ্যাদি সম্বলিত ১.৫২৪ মিটার×০.৯১৪ মিটার (৫ফুট×৩ফুট) আকারের বাংলায় লিখিত একটি সাইনবোর্ড স্থাপন করিতে হইবে। উপজেলা কমিটি এবং ইউনিয়ন পরিষদকে ইহার নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে।

সাইনবোর্ডের নমুনা- খাদ্যশস্য প্রকল্পের জন্যঃ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর
গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচী

আর্থিক বৎসরঃ
১। (ক) প্রকল্প নং (খ) ইউনিয়ন (গ) উপজেলা (ঘ) জেলা
২। প্রকল্পের নামঃ
৩। প্রকল্পের দৈর্ঘ্য/আয়তনঃ মিটার/বর্গমিটারঃ
৪। (ক) কাজ আরম্ভের তারিখঃ (খ) সম্ভাব্য সমাপ্তির তারিখ
৫। বরাদ্দের পরিমাণঃ (ক) মূল মাটির কজের জন্য প্রাক্কলিত গম/ চাউলের পরিমাণঃ
(খ) আনুষঙ্গিক কাজের (সর্দার/সপুার ভাইজার সহ) জন্য প্রাক্কলিত গম/চাউলের পরিমাণঃ
(গ) মোট খাদ্য শষ্য বরাদ্দের পরিমাণঃ মেট্রিক টন
৬। অনুমোদিত কাজের বিবরণঃ (ক) মূল মাটি.....................ঘনমিটার
(খ) লীড ....টি............ঘনমিটার (গ) লিফট.... টি ....ঘনমিটার
(ঘ) ক্র`স বাঁধ.............ঘনমিটার (ঙ) পানি নিস্কাশন ....ঘনমিটার
(চ) লেভেলিং/ড্রেসিং...........বর্গমিটার (ছ) ঘাসের চাপড়া লাগানো......বর্গমিটার
(জ) বৃক্ষ রোপণ টি
৭। শ্রমিক মজুরী হারঃ প্রতি ঘনমিটার মাটির জন্য .... কেজি
৮। শ্রমিক সর্দার মজুরী হারঃ প্রতি ঘনমিটার মাটির জন্য .... কেজি
৯। প্রকল্প সপুারভাইজারঃ প্রতি ঘনমিটার মাটির জন্য .... কেজি
১০। প্রকল্প বাঃ কঃ চেয়ারম্যানের নাম ও পদবীঃ

১৯।	**বাস্তবায়ন সময়সূচীঃ** (১) এই কর্মসূচীর অধীনে গৃহীত প্রকল্পসমূহে মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের নিকট হইতে বরাদ্দ আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করিতে হইবে। (২) জেলা প্রশাসক বরাদ্দ পাওয়ার ১০ (দশ) দিনের মধ্যে জেলা কর্ণধার কমিটির সভায় উপজেলা হইতে প্রাপ্ত অগ্রাধিকার তালিকা চূড়ান্ত ও প্রকল্প ভিত্তিক সম্পদ বরাদ্দ করিয়া উপজেলা সমূহে উপ-বরাদ্দ নিশ্চিত করিবেন। (৩) জেলা কর্ণধার কমিটির অনুমোদন পাওয়ার ৫০ (পঞ্চাশ) দিনের মধ্যে উপজেলা কমিটি প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করিবে ও সম্পদ উত্তোলন শেষ করিবে। (৪) বাস্তবায়ন সময়সীমা কঠোরভাবে অনুসরণ করিতে হইবে। (৫) সকল ক্ষেত্রে অবশ্যই খাদ্যশস্য দ্বারা মজুরী প্রদান করিতে হইবে। (৬) প্রয়োজনে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময়সীমা খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবসহাপনা মন্ত্রণালয় বাড়াইতে ও কমাইতে পারিবে। (৭) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা না হইলে জারীকৃত বরাদ্দ বাতিল বলিয়া গন্য হইবে।
২০।	**অব্যয়িত খাদ্যশস্যঃ** (ক) প্রকল্প সমাপ্তির পর অব্যয়িত খাদ্যশস্য অবশিষ্ট থাকার কথা নহে। বিশেষতঃ খাদ্যশস্য উত্তোলনের সময়ই উহার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করিয়া উত্তোলনের কথা। ইহা সত্বেও যদি কোন প্রকল্পে কোন কারণে খাদ্যশস্য উত্তোলনের পর অব্যয়িত থাকিয়া যায় তাহা সাথে সাথেই নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। সেইজন্য খাদ্যশস্য দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমাপ্তির ৪৫ দিনের মধ্যে অব্যয়িত খাদ্যশস্যের প্রচলিত একক মূল্য, সরকারের নির্ধারিত মূল্যে, সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার/উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির নিকট হইতে আদায় করিয়া সরকারী কোষাগারে নির্ধারিত খাতে জমা দিয়া, জমা নিশ্চিত হইয়াছে জানার পর উহার চালানের কপি রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরে প্রেরণ করিবেন। নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে খাদ্যশস্যের মূল্য প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট দায়ী প্রকল্প চেয়ারম্যানের নিকট হইতে দ্বিগুন হারে উহার মূল্য (সরকার নির্ধারিত মূল্য) আদায় করা হইবে। প্রকল্প সমাপ্তির ৪৫ দিনের মধ্যে একক মূল্য এবং অনাদায়ে ৯০ দিনের মধ্যে দ্বিগুন মূল্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প চেয়ারম্যান জমা দিতে ব্যর্থ হইলে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট/ফৌজদারী মামলার মাধ্যমে উক্ত

	মূল্য আদায় করা হইবে।
	(খ) কোন প্রকল্পে খাদ্যশস্য অব্যয়িত থাকিলে তাহা অবশ্যই সহায়ী রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।
	(গ) কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান একক মূল্য জমা করিয়া দ্বিগুন মূল্যের দায় হইতে অব্যাহতি প্রার্থনায় মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে আবেদন করিতে পারিবেন। মন্ত্রণালয় বিষয়টি বিবেচনা করিতে পারিবে।
২১।	**প্রকল্প সাময়িকভাবে স্থগিত/ বাতিলের কারণসমূহঃ**
	১। সংশ্লিষ্ট জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের কোন তদারকি কর্মকর্তা প্রকল্প পরিদর্শনকালে গুরুতর কোন অনিয়মের কারণে যে কোন প্রকল্প সাময়িকভাবে বন্ধ করার আদেশ দিতে পারিবেন বা বাতিল করার সুপারিশ করিতে পারিবেন। কোন প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনিয়ম বা খাদ্যশস্য আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেলে জেলা প্রশাসক প্রাথমিক তদন্তের ব্যবস্থা করিবেন এবং উক্ত তদন্তের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, প্রয়োজনবোধে ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরকে বিষয়টি অবহিত করিবেন এবং প্রকল্পের কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখিতে পারিবেন। তবে প্রকল্পের কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার নির্দেশ জারী করার সংগে সংগেই গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচীর কাজের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নন, এমন কোন কর্মকর্তার দ্বারা বিষয়টি সম্পর্কে পূর্ণ তদন্ত করাইবেন এবং এই তদন্তের ভিত্তিতে তিনি ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের অনুমতিক্রমে কাজ বন্ধের আদেশ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন অথবা প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
	২। কোন প্রকল্পে নিম্নলিখিত যে কোন অনিয়ম ঘটিলে উহা কর্তৃপক্ষ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের অনুমোদনক্রমে সাময়িকভাবে স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবেনঃ- (ক) সঠিক সাইনবোর্ড প্রদর্শনে ব্যর্থতা। (খ) ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের অনুমোদন ব্যতিরেকে গতিপথ অথবা ডিজাইন পরিবর্তন করা। (গ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নির্দেশাবলীর খেলাপ করিয়া প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন। (ঘ) খাদ্যশস্য প্রকল্পে শ্রমিকদের নগদ অর্থে মজুরী প্রদান/ কম মজুরী প্রদান। (ঙ) তদারককারী কর্মকর্তাকে প্রকল্পের হিসাব পত্রাদি দেখাইতে ব্যর্থতা। (চ) অনুমোদিত ডিজাইনের সহিত অসংলগ্নতা, গরমিল/ কারিগরী ত্রুটিপূর্ণ প্রকল্প। (ছ) জমি সংক্রান্ত বিবাদ। (জ) যথাযথভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য ও নথিপত্র সংরক্ষণ না করা। (ঝ) পরিপত্রে বর্ণিত শর্তাবলী/ বিধানাবলী লংঘন করা।
	৩। যদি কোন প্রকল্প সাময়িকভাবে স্থগিত বা বাতিল করা হয় তাহা হইলে আনুষ্ঠানিকতা শেষে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি উক্ত আদেশের তারিখ পর্যন্ত স্থগিত কাজের জন্য শ্রমিকদের মজুরী পরিশোধ করিতে পারিবেন। প্রয়োজনে উপজেলা কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খাদ্যশস্যের ডি ও জারী বা বিল অনুমোদন করিতে পারিবেন। এইরূপে বাতিলকৃত প্রকল্পের ক্ষেত্রে নির্ধারিত তারিখের পর শ্রমিকদের বকেয়া মজুরীর খাদ্যশস্যের জন্য সরকার কোন অবস্থায়ই দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করিবে না।
	৪। যদি কোন প্রকল্পে অনিয়ম অথবা স্থানীয় বিরোধের ফলে তদন্ত চলিতে থাকে অথবা আদালতে বিচারাধীন থাকে তাহা হইলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত উক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ বন্ধ থাকিবে।
২২।	**পরিবীক্ষন, পরিধারণ এবং প্রতিবেদনঃ**
	১। গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচীর প্রকল্পের কাজ আরম্ভ করার অব্যবহিত আগেই প্রাক জরিপ (প্রি-ওয়ার্ক) মাপ অবশ্যই গ্রহণ (যদি ইতিপূর্বে গ্রহণ না করা হইয়া থাকে) করিতে হইবে এবং যথাযথভাবে লেভেল বহিতে উহা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। লেভেল বহিতে প্রতিস্বাক্ষরের জন্য পিআইও উহা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সমীপে পেশ করিবেন। ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণও যত অধিক সংখ্যক সম্ভব প্রকল্পের প্রাক-জরীপ সরজমিনে যাচাই করিবেন।
	২। প্রতিটি প্রকল্পের জন্য আলাদা লেভেল বহিতে প্রি-ওয়ার্ক ও পোষ্ট ওয়ার্ক মাপ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। কাজ চলাকালীন সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি তাহাদের মাপবহিতে খাদের মাপ লিপিবদ্ধ করিবে এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা উহা যাচাই করিবেন। প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার পূর্বেই পর্যাপ্ত সময় হাতে রাখিয়া প্রয়োজনীয় লেভেলবহি অধিদপ্তর হইতে উপজেলা অফিস সমূহে পৌঁছানো নিশ্চিত করিতে হইবে।
	৩। প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির অব্যবহিত পরেই কর্মোত্তর মাপ গ্রহণ করিতে হইবে এবং ঐ প্রকল্পের নির্দিষ্ট লেভেলবহিতে উহা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। ইহাতে অবশ্যই পিআইও এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের স্বাক্ষর থাকিতে হইবে এবং জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার প্রতিস্বাক্ষর গ্রহণ করিতে হইবে।
	৪। প্রকল্পের কাজ চলাকালীন সময়ে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা ন্যূনপক্ষে ২০% (কমপক্ষে ৭টি) এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ ন্যূনপক্ষে ১০% (কমপক্ষে ৫টি) প্রকল্পের কাজ পরিবীক্ষণ করিবেন।
	৫। প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির পর ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা ন্যূনপক্ষে ১০-১৫% (কমপক্ষে ৫টি) এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ ন্যূনপক্ষে ৫-১০% (কমপক্ষে ৩টি) প্রকল্পের কর্মোত্তর জরীপ যাচাই করিবেন। উক্ত কর্মোত্তর জরীপ যাচাই করার পর প্রাপ্ত কাজের পার্থক্যের

পরিমাণ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কমিটি কর্তৃক যুক্তিসংগত কারণ প্রদর্শন সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ১০% পর্যন্তত গ্রহণযোগ্য হইতে পারে।

৬। কর্মসূচীর অগ্রগতি ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার তদারকির সুবিধার্থে এবং একই সংগে জেলা ও উপজেলার প্রতিবেদন প্রদান নিয়মিত ও সহজতর করার লক্ষ্যে ছক (সংলগ্নী-১২,১৩) প্রণয়ন করা হইয়াছে। উহাদের ব্যবহার ও পূরণ করা সংক্রান্ত নির্দেশাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হইলঃ

(ক) মাটির কাজের প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন প্রতিবেদনঃ

১। পিআইও গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচীর বাস্তবায়নাধীন মাটির কাজের যাবতীয় প্রকল্প পুনঃ পুনঃ পরিদর্শন করিয়া কাজের অগ্রগতি নিরীক্ষা করিবেন, শ্রমিকদের যথাযথ মজুরী পরিশোধ যাচাই করিবেন। প্রকল্প কমিটি কর্তৃক প্রতিবার অধিযাচনপত্র দাখিলের পর পরই সরেজমিনে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন ও যাচাই ব্যতীত কোনক্রমেই খাদ্যশস্যের ডি, ও জারী করা যাইবে না।

২। এলাকা পরিদর্শন প্রতিবেদন ছকটি (সংলগ্নী-৩) স্বব্যাখ্যাত। অবশ্য পূর্ববর্তী পরিমাপ/ মজুরী পরিশোধের উপর অক্রম (Random Check) যাচাই সংক্রান্ত ছকটি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধের বিষয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার যাচাইয়ের কাজ সহজতর করার লক্ষ্যে এই ছক প্রণীত হইয়াছে। সমস্ত খাদ পরিমাপ করার পরিবর্তে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা অক্রম নির্বাচনের মাধ্যমে নমুনা হিসাবে কয়েকটি শ্রমিকদল এর কর্তিত খাদের মাপ গ্রহণ করিবেন। কমপক্ষে ১০ শতাংশ শ্রমিককে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে হইবে। উপরন্তু ইতোপূর্বে মজুরী পরিশোধকালে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি যে খাদগুলি পরিমাপ করিয়াছিলেন কেবলমাত্র সেগুলি অবশ্যই পুনঃ পরিমাপ করিতে হইবে। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা শ্রমিকদলের শতকরা দশজনকে (যাহারা কর্মস্থলে উপস্থিত আছে এবং যাহাদের এলাইনমেন্ট হইতে অক্রম বাছাই করা হইয়াছে) জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন এবং গত মজুরী পরিশোধের দিন তাহারা মোট কি পরিমাণ মজুরী পাইয়াছে তাহা নির্ণয় করিবেন। বিগত মজুরী এবং উহার পূর্ববর্তী মজুরী পরিশোধের মধ্যবর্তী সময়ে শ্রমিকদল যে খাদসমূহ কাটিয়াছে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ঐগুলি পুনঃমাপ গ্রহণ করিবেন। প্রদত্ত মোট খাদ্যশস্য এর পরিমাণকে কেজিতে রূপান্তর করিয়া সংশ্লিষ্ট মোট ঘনমিটার মাটির কাজ দ্বারা ভাগ করিয়া ২৮.৩২ দ্বারা গুণ করিলে প্রত্যেক শ্রমিকদল কি হারে পারিশ্রমিক পাইয়াছে তাহা নির্ণয় করা যায়। অতঃপর এই ফলাফলে প্রকল্প কমিটির গত মাপ মজুরী খতিয়ানের প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট দলের সর্দারদের হিসাবের সহিত মিলাইয়া দেখিতে হইবে। প্রকল্প কমিটি প্রতিবেদন এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে কোন অসাঞ্জস্যতা দেখা গেলে উক্ত এলাকা পরিদর্শন প্রতিবেদনে উলেখল করিতে হইবে। এই প্রতিবেদন উপজেলা প্রকল্প নথিতে সন্নিবেশ করার লক্ষ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট পেশ করিতে হইবে। প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ কার্যকর করার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার সত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(খ) গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচীর মাটির কাজের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনঃ

পিআইও সরেজমিনে জরীপের ভিত্তিতে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচীর সমাপ্ত মাটির কাজের প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (সংলগ্নী-১১) অনুসারে প্রস্তুত করিবেন। প্রস্থচ্ছেদ পদ্ধতিতে সম্পাদিত সম্পূর্ণ কাজের (১০০%) কর্মোত্তর জরীপ গ্রহণ করিতে হইবে। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন ছক এর নির্দেশাবলী সাবধানতার সহিত পঠন এবং অনুসরণ করিতে হইবে। গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচীর অধীনে সকল প্রকল্পের অবশ্যই কর্মোত্তর জরীপ গ্রহণ করিতে হইবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে অথবা প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত শেষ তারিখের পরপরই কর্মোত্তর জরীপ শুরু করিতে হইবে এবং সময় অপচয় না করিয়া সমাপ্তি প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে। উক্ত প্রতিবেদনে প্রকল্প কমিটি কর্তৃক লিপিবদ্ধ মাপ ও মজুরী প্রদান সংক্রান্ত তথ্য, ডি ও জারী এবং গম/চাউল উত্তোলন সংক্রান্ত বিষয়াদি, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার তদারকি ও কর্মোত্তর জরীপের ফলাফল এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির গুদাম পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন দাখিল না করা পর্যন্ত কোন অবস্থাতেই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে না সেই ক্ষেত্রে প্রকল্পে ব্যবহৃত খাদ্যশস্যের সমস্ত দায়দায়িত্ব উপজেলাকেই বহন করিতে হইবে। এই প্রতিবেদন ৪ প্রস্থ তৈয়ার করিতে হইবে। এইগুলি পিআইওর মাধ্যমে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির পর্যালোচনা এবং অনুমোদনের জন্য পেশ করিতে হইবে। মূল কপি উপজেলা নথিতে সংরক্ষিত হইবে। ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনসমূহ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সর্বশেষ তারিখ হইবে খাল/পুকুর খনন/পুনর্খনন প্রকল্পের ক্ষেত্রে ২৫ মে এবং অন্যান্য সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে ২৫ জুন। উপজেলার প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার সমীপে পেশ করিতে হইবে, তবে একটি অনুলিপি আবশ্যিকভাবে ১৫ জুলাই এর মধ্যে সরাসরি ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরে প্রেরণ করিতে হইবে। প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের লেভেল বুকে (Level Book) অবশ্যই জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার প্রতিস্বাক্ষর গ্রহণ করিতে হইবে।

(গ) বিভিন্ন জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচীর বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের চূড়ান্ত প্রতিবেদন অন্যান্য উপাত্ত সহকারে প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে পূর্ববর্তী বৎসরের একটি বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর প্রকাশ করিবে।

(ঘ) গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচীর মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

উপরে বর্ণিত এলাকা পরিদর্শন প্রতিবেদন সমূহের উপর ভিত্তি করিয়া প্রকল্প বাস্তবায়ন মৌসুমে প্রতি মাসের শেষে ৩ প্রস্থে তৈয়ার করিতে হইবে। মূল কপি উপজেলার প্রকল্প নথিতে রাখিতে হইবে। ইহার একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং অন্য অনুলিপি ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরে প্রেরণ করিতে হইবে। প্রত্যেক মাসের প্রতিবেদনের অনুলিপি সমূহ অবশ্যই পরবর্তী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছাইতে হইবে।

(ঙ) একীভূত মাসিক প্রতিবেদন (সার-সংক্ষেপ)ঃ

(১) গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচীর বাস্তবায়ন মৌসুমের প্রত্যেক মাসের জন্য এই প্রতিবেদন ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরে প্রেরণের যাবতীয় দায় দায়িত্ব জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার উপর ন্যাস্ত থাকিবে। পিআইও কর্তৃক জেলায় প্রেরিত উপজেলার মাসিক প্রতিবেদনসমূহের উপর ভিত্তি করিয়া ইহা তৈয়ার করিতে হইবে। উপজেলার প্রতিবেদনের উপর নিম্নে উল্লেখিত সামগ্রিক সংখ্যাসমূহ ব্যবহার করিয়া এই প্রতিবেদন সংকলন করা হইবে। তবে নির্দিষ্ট প্রকল্প উপাত্ত (Specific Project Data) অক্রম পরীক্ষার মাধমে উপজেলার সামগ্রিক সংখ্যাগুলোর নির্ভুলতা যাচাই করা বাঞ্ছনীয়। উপরন্তু সংশ্লিষ্ট জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমকর্তাগণ মাঝে মাঝে সরজমিনে প্রকল্প পরিদর্শন করিয়া অক্রম নির্বাচনের ভিত্তিতে উপজেলার প্রতিবেদন সমূহ যাচাই করিবেন। মজুরী পরিশোধ এবং প্রকল্প সম্পাদনের শতকরা হার উপরে আলোচিত সহজ পদ্ধতিতে নির্ণয় করা যাইতে পারে। এইভাবে উপজেলাভিত্তিক প্রাপ্ত সংখ্যাগুলি যোগ করিয়া যোগফলকে মোট প্রকল্পের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিতে

	হইবে। এই প্রসঙ্গে নিম্নের উদাহরণ দ্রষ্টব্যঃ

উপজেলার নাম	প্রকল্প সংখ্যা	
ক	৫	
খ	৭	
গ	১০	
মোট	২২	

	(২) প্রতিমাসের জেলাভিত্তিক প্রতিবেদন জেলা ত্রাণ ও পর্ণূবাসন কর্মকর্তা পরবর্তী মাসের ১২ তারিখের মধ্যে ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচী অনুবিভাগে দাখিল করিবেন। জেলা নথিতে একটি অনুলিপি সংরক্ষণ করিতে হইবে। নির্ধারিত ছক সংলগ্নীতে দেওয়া হইল।
	(৩) প্রকল্প সমাপ্তির অব্যবহিত পরেই কর্মোত্তর মাপ গ্রহণপূর্বক নির্ধারিত ছকে একটি প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রস্ত্তত করিতে হইবে। যথাযথ জরীপ এবং প্রকল্পের নথিপত্রের ভিত্তিতে উক্ত প্রতিবেদন প্রস্ত্তত করিতে হইবে। এই প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করিয়া প্রকল্পের সম্পদ অবমুক্তির ব্যাপারে অথবা অসন্তোষজনক হিসাব, আত্মসাৎ অথবা অপব্যবহারের (যদি হইয়া থাকে) ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা প্রকল্প সমাপ্তির চূড়ান্ত প্রতিবেদন ও সার-সংক্ষেপ উপজেলা হইতে সংগ্রহ করিয়া তাহা মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরে ২৫ জুনের মধ্যে আবশ্যিকভাবে পৌঁছাইবেন। পিআইও প্রতিবেদন ও সার সংক্ষেপ অবশ্যই ২০ জুনের মধ্যে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার নিকট দাখিল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
	(৪) প্রকল্পের কিস্তি ওয়ারী মাষ্টাররোল প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের প্রতিস্বাক্ষর লইয়া সমন্বয় করিতে হইবে। অন্যথায় মাষ্টাররোল সমন্বয়কৃত হয় নাই বলিয়া গণ্য হইবে।
২৩।	প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি ও সচিবের জন্য এক দিনের কর্মশালা আয়োজন করিতে হইবে। এই ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হইবে।
২৪।	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচীর উপর নিরীক্ষা প্রতিবেদনের আপত্তিসমূহ সংশ্লিষ্ট উপজেলা কর্তৃক যথাসময়ে নিষ্পত্তি করিতে হইবে। আপত্তিসমূহ যথা সময়ে নিস্পত্তির নিমিত্ত জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ব্যবস্থা নিবেন। এই কর্মসূচীর উপর আদালতে কোন মামলা হইলে জেলা প্রশাসন জিপি/পিপি নিয়োগ করতঃ তাহা পরিচালনা করিবেন।
২৫।	পরিপত্রে উল্লেখিত নির্দেশাবলী যাহাতে সকল ক্ষেত্রে অনুসৃত হয় তাহা মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর নিশ্চিত করিবেন। প্রকল্প বাস্তবায়ন, মনিটরিং, তদারকি সমন্বয় তথা রিপোর্ট রিটার্ণ, আদান প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে মহাপরিচালক ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত কর্মসূচীর খাদ্যশস্য/ অর্থের বরাদ্দ আদেশ জারী করিবেন।
২৬।	সরকার পরিসিহতি বিবেচনায় এই পরিপত্রের যে কোন বিষয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং পরিমার্জন করিতে পারিবে।
২৭।	এই পরিপত্র অবিলমেব কার্যকর হইবে এবং এই মন্ত্রণালয়ের পূর্বের জারীকৃত এতদসংক্রান্ত সকল আদেশ/পরিপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(মোহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ)
যুগ্ম-সচিব (দুঃ ব্যঃ)
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবসহাপনা মন্ত্রণালয়।

নং-খাদুব্যম/ত্রাক-১/১(১)/২০০৯-২০১০/৫৬ তারিখ-২৭/১০/২০০৯ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবসহা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। মাননীয় সংসদ সদস্য,...
৪। সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বংগভবন, ঢাকা।
৫। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৬। সচিব, সহানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ , রাংগামাটি/বান্দরবন/খাগড়াছড়ি।
৮। কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/সিলেট/বরিশাল বিভাগ।
৯। যুগ্ম-সচিব (দুঃ ব্যঃ /খাদ্য), খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবসহাপনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১০। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ১৬, আবদুল গনি রোড, ঢাকা।
১১। মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর, ৯২-৯৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা।
১২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/সিলেট/বরিশাল সিটি কর্পোরেশন।
১৩। পরিচালক (সকল), ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর, ৯২-৯৩, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।
১৪। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবসহাপনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১৫। উপ-প্রধান (পরিকল্পনা প্রকৌশল কোষ), খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবসহাপনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৬। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবসহাপনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৭। উপজেলা চেয়ারম্যান, ...(সকল)
১৮। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা...................................জেলা.....................................।
১৯। সচিবের একান্ত সচিব, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবসহাপনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২০। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ...(সকল)। **কর্মপরিধিঃ**
২১। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, ...(সকল)।
২২। জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ...(সকল)।
২৩। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, উপজেলা.......................................জেলা.....................................।

(মোঃ মুনীর চৌধুরী)
উপ-সচিব (ত্রাক-১)
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবসহাপনা মন্ত্রণালয়।

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/খাদ্যশস্য) কর্মসূচীর প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রঃ বাঃ কমিটি গঠনের প্রস্তাবঃ

১। (ক) প্রকল্প নং- (খ) আর্থিক বৎসারঃ

২। প্রকল্পের নামঃ

৩। অবসহানঃ ইউঃ পিঃ ওয়ার্ড নং- উপজেলা- জেলা -

ক্রমিক নং	নাম,পিতার নাম ও গ্রাম	পরিচয়	কমিটির পদবী	সদস্যের স্বাক্ষর
১			সভাপতি	
২			সেক্রেটারী	
৩			সদস্য	
৪			সদস্য	
৫			সদস্য	
৬			সদস্য	
৭			সদস্য	

....
চেয়ারম্যান ইউ পি

.... তারিখের উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির সভায় অনুমোদিত।

অনুমোদন করা যাইতে পারে। অনুমোদিত

....
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা উপজেলা নির্বাহী অফিসার

সংলগ্নী-২

মাটির কাজের প্রতিজ্ঞাপত্র (খাদ্যশস্য)

বরাদ্দকৃত গম/চাউলের পরিমাণ .... মেঃ টন বরাদ্দকৃত গম/চাউলের মূল্য টাঃ.................................. প্রকল্প

নং-......................... আর্থিক বৎসরঃ .... ইউনিয়নঃ........................উপজেলা.....................

প্রকল্পের নামঃ ....

আমরা অদ্য ....তারিখে, নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ, নিম্নলিখিত স্বাক্ষীগণের সম্মুখে উপরোল্লিখিত প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন এবং প্রকল্পের খাদ্যশস্য সংশ্লিষ্ট কর্মীদের মধ্যে সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী বিতরণ করিতে অংগীকার করিয়া নিম্নলিখিত শর্তে স্বজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় এই প্রতিজ্ঞাপত্র সম্পাদন করিলাম।

শর্তসমূহ

১। আমরা সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত গম/চাউল সরকারের গুদাম হইতে উত্তোলন করিয়া প্রকল্পের এলাকায় আনয়ন করিব এবং রক্ষণাবেক্ষণ করিব। উক্ত গম/চাউল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য শ্রমিক এবং কর্মীদের মধ্যে সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী বিতরণ করিব।

২। আমরা অনুমোদিত প্লান অনুযায়ী সরকারের নির্দেশ মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে অর্থাৎ .... তারিখের মধ্যে নির্দিষ্ট প্রকল্পে উক্ত খাদ্যশস্য ব্যয় করিব এবং কোন প্রকার অপব্যয় করিব না। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতবেক নথি ও খাতাপত্র রক্ষণাবেক্ষণ ও পেশ করিব। অত্র চুক্তিপত্রে বর্ণিত খাদ্যশস্যের যথারীতি হিসাব রাখিতে বাধ্য থাকিব। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এককালীন/ কিস্তিতে উত্তোলিত খাদ্যশস্য নিঃশেষ হইয়া গেলে নিঃশেষ হওয়ার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট মাষ্টার রোল/মাপবহি ইত্যাদিসহ খাদ্যশস্যের হিসাব দাখিল করিতে এবং সরকারী নির্দেশ মোতাবেক খাদ্যশস্যের খালি বস্তার বিক্রয়লব্দ অর্থের যথাযথ সদ্ব্যবহার করিতে বাধ্য থাকিব।

৩। প্রকল্প এলাকায় সরকারী নির্দেশ মোতাবেক বরাদ্দকৃত গম/চাউলের পরিমাণ এবং শ্রমিক মজুরীর হার ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া সাইনবোর্ড প্রদর্শনে বাধ্য থাকিব। প্রকল্প সংক্রান্ত কাগজপত্র এবং খাদ্যশস্যের হিসাব ইত্যাদি সরকার কর্তৃক নিয়োজিত কর্মচারী, পরিদর্শক বা নিরীক্ষককে দেখাইতে বাধ্য থাকিবে।

৪। প্রকল্পের কাজের জন্য উত্তোলিত গম/চাউল অব্যয়িত থাকিলে প্রকল্প সমাপ্তির ৯০ দিনের মধ্যে প্রচলিত রেশন মূল্যে ইহার সমমূল্য সরকারী কোষাগারে জমা দিতে বাধ্য থাকিব।

৫। প্রকল্পের কাজের জন্য উত্তোলিত অর্থ অপব্যয়, অপচয় বা আত্মসাতের প্রমান পাওয়া গেলে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতবেক উহা সরকারী তহবিলে জমা দিতে বাধ্য থাকিব। এই ব্যবসহা আইন অনুযায়ী অন্য কোন ব্যবসহার পরিপমহী বা অন্তরায় হইবে না । আমরা স্বজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয়ের বরাবরে নিম্নলিখিত স্বাক্ষীগণের সম্মুখে এই প্রতিজ্ঞাপত্র সম্পাদন ও স্বাক্ষর করিলাম । এই চুক্তি নামার কোন শর্ত ভংগ করা হইলে আমরা একক বা সমষ্টিগতভাবে দায়ী থাকিব।

স্বাক্ষী (১)	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান
স্বাক্ষর	স্বাক্ষর ....
নাম	নাম ....
পিতার নাম......................................	পিতার নাম......................................
পুর্ণ ঠিকানা	পুর্ণ ঠিকানা ....
তারিখ..	তারিখ..

স্বাক্ষী (২)	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সেক্রেটারী
স্বাক্ষর	স্বাক্ষর ....
নাম	নাম ....
পিতার নাম......................................	পিতার নাম......................................
পুর্ণ ঠিকানা	পুর্ণ ঠিকানা ....
তারিখ..	তারিখ..

মাটির কাজের জন্য উপজেলা এলাকা পরিদর্শন প্রতিবেদন (খাদ্যশস্য)।

১। প্রকল্প নমবরঃ........................ আর্থিক বৎসরঃ..........................প্রকারভেদঃ..................... ইউনিয়ন ....
২। বরাদ্দের পরিমানঃ .... মেঃ টন । অনুমোদিত মাটির কাজঃ .... ঘনমিটার।
৩। প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের তারিখ....................... অদ্যাবধি পরিদর্শনের সংখ্যা ....
....
পর্যবেক্ষণসমূহঃ
....
৪। প্রকল্প এলাকায় সঠিক সাইনবোর্ড আছে কি ? হ্যাঁ/না
৫। প্রকল্প এলাকায় কার্যরত শ্রমিকের সংখ্যা..........................জন
৬। মহিলা দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প হইলে, সেখানে কি পুরুষেরা কাজ করিতেছিল ? হ্যাঁ/না
৭। শতকরা হারে প্রকল্প সম্পাদনে আনুমানিক অগ্রগতি................................... শতাংশ।
৮। (ক) অনুমোদন ব্যতিরেকে প্রকল্পের গতিপথের কোন পরিবর্তন করা হইয়াছে কি? হ্যাঁ/না
(খ) যদি হইয়া থাকে, তাহা কত চেইনে (Chainage) .... মোট কত মিটার......................................
৯। প্রকল্প ডিজাইন অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হইতেছে কি ?

....
১০। শেষ (গত) মজুরী হিসাবে শ্রমিক পাইয়াছেঃ গম/চাউল।
১১। যে সকল শ্রমিক গম অথবা চাউল পাইয়াছে , তাহাদের মতে উহার গুনগতমানঃ ভাল/খারাপ।
১২। কার্যরত .... টি শ্রমিক দলকে জিজ্ঞাসাবাদ এবং তাহাদের খাদ্যসমুহ পরিমাপ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহারা শেষ (গত) মজুরী পাইয়াছে .... কেজি/ ২৮.৩২ ঘনমিটার হারে । (পরিমাপের ছক সংযোজিত)।
১৩। প্রকল্প কমিটির নথিপত্রসমূহ কি পরিদর্শনের সময় পর্যবেক্ষণের জন্য পাওয়া গিয়াছিল ? হ্যাঁ /না
১৪। উপজেলা কর্মকর্তার প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী পরিমাপ এবং সরদার ও শ্রমিকগণকে প্রদত্ত শেষ মজুরীর বিবরণীসমূহ কি সঠিক ? হ্যাঁ/না ।
১৫। কমিটির নথিপত্র অনুযায়ী মোট উত্তোলিত গম/চাউল এর পরিমাণ....................... মেঃ টন।
১৬। এই নথিপত্র অনুযায়ী, অদ্যাবধি মোট উত্তোলিত গম/চাউলের পরিমাণ.................. মেঃ টন ।
১৭। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার প্রকল্প সমাপ্তির আনুমানিক হিসাব এবং প্রদত্ত মজুরীর হার সম্পর্কিত তথ্য মোতাবেক অদ্যাবধি অত্র প্রকল্পে মোট প্রকৃত ব্যয় দাড়ায় .... মেঃ টন।
১৮। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির গুদাম ঘর পরীক্ষা করতঃ....................... মেঃ টন গম/চাউল মজুদ পাওয়া গিয়াছে।
১৯। খাদ্যশস্য উত্তোলনের জন্য প্রদত্ত পরিবহন ব্যয় তহবিল কি পর্যাপ্ত ছিল ? হ্যাঁ/না।
২০। অত্র প্রকল্পের জন্য বর্তমানে কি আরও গম/চাউল প্রদান করিতে হইবে ? হ্যাঁ/না
২১। মন্তব্য এবং সুপারিশঃ

স্বাক্ষরঃ ....
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
তারিখ-...

....
সংযোজনীসহ প্রচার করা হইলঃ

....
পেশ করা হইল/পুনবীক্ষণ করা হইয়াছে

স্বাক্ষরঃ ....
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
তারিখ-...

প্রকল্প নং- .... নথিতে রাখা হইয়াছে । তারিখঃ..।

সংলগ্নী-৪

মাটির কাজের পরিধারণ প্রতিবেদন

জলা পরিদর্শনের তারিখ

১। (ক) প্রকল্প নমবরঃ (খ) আর্থিক বৎসর........................ (গ) উপজেলা .... (ঘ) প্রকল্পের নামঃ ....
....।
(ঙ) প্রকল্পের প্রকারভেদঃ রাস্তা/বাঁধ/পুকুর/জমি ভরাট (যেইটি প্রযোজ্য সেইটিকে টিক চিহ্ন দিন)।
(চ) দৈর্ঘ্য/ আয়তনঃ .... মিটার / হেক্টর।

২। (ক) অনুমোদিত মাটির কাজ ....ঘনমিটার
(খ) বরাদ্দের পরিমাণঃ মেট্রিক টন / ....

৩। প্রকল্প সহলে সাইনবোর্ড ছিল কি না ? হ্যাঁ/না
৪। পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত শ্রমিক সংখ্যা ....জন
৫। শতাংশ হারে প্রকল্পের সম্পাদিত কাজের পরিমাণঃ
(ক) জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার মতে ....%
(খ) প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার মতে ....%
৬। (ক) অনুমোদন ব্যতিরেকে প্রকল্পের গতিপথের কোন পরিবর্তন করা হইয়াছে কি না ? হ্যাঁ/না
(খ) গতিপথ পরিবর্তন হইয়া থাকিলে বিবরণঃ
চেইনেজ .... হইতে.................. পর্যন্ত মোট .... মিটার
৭। প্রকল্পটি ডিজাইন অনুযায়ী সম্পাদন করা হইতেছে কি না ? হ্যাঁ/না
৮। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি নথিপত্র সঠিকভাবে সংরক্ষণ করেন কি না ? হ্যাঁ/না
৯। অদ্যাবধি প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা/প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির বিবরণ মতে ....মেট্রিক টন গম/চাউল .... উত্তোলিত হইয়াছে । ইহা বরাদ্দ আদেশের উল্লেখিত পরিমাণের ....শতাংশ।
১০। অদ্যাবধি প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা/ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির বিবরণ অনুযায়ী ....মেট্রিক টন/ খাদ্যশস্য ....শ্রমিকদিগকে পরিশোধ করা হইয়াছে।
১১। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এই প্রকল্পের খাদ্যশস্যের পরিবহন খরচ বাবদ .... টাকা পাইয়াছেন।
(অনুমোদিত কাজ, জমি সংক্রান্ত বিরোধ, কম মজুরী প্রদানপ, নির্দিষ্ট পরিমাপের চাইতে কম কাজ সম্পন্ন করা, সম্পদ তছরুপ করা, প্রকল্প নথিপত্র সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করা, তদারকি না করা ইত্যাদি সম্পর্ক)
....

স্বাক্ষর ....
নাম...
পদবী...
তারিখ-...

গ্রা,অ,স মাটির কাজের পণ্য অধিযাচন ফরম
(খাদ্যশস্য)

১। প্রকল্প নমবর ....আর্থিক বৎসর.......................................
২। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির প্রাক্কলিত মাটির কাজের পরিমাপ.................................... ঘনমিটার
৩। বিগত মজুরী পরিশোধের সময় পর্যন্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক উত্তোলিত গম/চাউলের পরিমাণ.......... মেঃ টন।
৪। সহানীয় সরবরাহ ডিপো এবং সুপারভাইজারদের প্রদত্ত গম/চাউলের পরিমাণ................ মেঃ টন।
৫। অদ্যাবধি শ্রমিক , সর্দার এবং সুপারভাইজারদের প্রদত্ত গম/চাউলের পরিমাণ.........................মেঃ টন।
৬। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির হাতে অবশিষ্ট গম/ চাউলের পরিমাণ............................ মেঃ টন।
৭। এখন যে পরিমাণ গম/চাউল উত্তোলনের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে .... মেঃ টন।

আমি প্রকল্পের নথিপত্রসমূহ পুংখানুপুংখরুপে পরীক্ষা, খাদ্যসমূহের মাপগ্রহণ এবং শ্রমিকদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া উপরোল্লিখিত বিবরণসমূহ লিপিবদ্ধ ও উহাদের সত্যতা প্রত্যয়ন করিতেছি।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যানের স্বাক্ষরঃ................................
ইউনিয়নঃ.............................
তারিখঃ.............................

....

আমি প্রত্যয়ন করিতেছি যে, আমি প্রকল্পের সহান পরিদর্শন করিয়াছি এবং যেইটুকু কাজ তাহার নমুনা মাপ (Sample measurment) নিয়াছি। আমি উপরোক্ত প্রকল্পের নথিপত্রসমূহ পুংখানুপুংখরুপে পরীক্ষা করিয়াছি, মজুদ খাদ্যশস্য যাচাই করিয়াছি এবং শ্রমিকদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছি।

এই পর্যন্ত ....মেঃ টন গম/চাউল এই প্রকল্পের জন্য ব্যয় হইয়াছে। আমি সুপারিশ করিতেছি যে, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যানকে .... মেঃ টন গম/চাউল উত্তোলনের অনুমতি প্রদান করা যাইতে পারে।

প্রকল্প পরিদর্শনের তারিখঃ...................................
প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার স্বাক্ষরঃ..........................
তারিখঃ ....

....

প্রকল্প নমবর ....এর প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক...................... মেঃ টন গম/চাউল উত্তোলনের প্রস্তাব অনুমোদন করা হইল ।

স্বাক্ষরঃ ....
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
তারিখ-...................................

....

অনুলিপি ঃ

১। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান
২। প্রকল্প নথির জন্য ।

মাষ্টার রোলের সংক্ষিপ্ত বিবরণী (খাদ্যশস্য)

সন ইউ,পি উপজেলাঃ জেলাঃ

প্রকল্প নং প্রকল্পের নামঃ

মোট বরাদ্দের পরিমানঃ মেঃ টন গম/চাউল। কাজ সম্পাদনের সময়ঃ তাং হইতে তাং

কিস্তি নং	প্রদানের তারিখ	উত্তোলনের পরিমাণ (কেজি)	শ্রম মজুরী হিসাবে প্রদানের পরিমাণ (কেজি)	সুপারভাইজারের মজুরী প্রদানের পরিমাণ (কেজি)	সর্দারের মজুরী প্রদানের পরিমাণ (কেজি)	সম্পাদিত কাজের পরিমাণ (ঘ.মি)	প্রদানের মোট পরিমান (কেজি)	প্রঃবাঃকঃ চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে উপরোক্ত বর্ণনা সঠিক/ এবং বিধি মত মজুরী পরিশোধ করা হইয়াছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি সদস্যদের স্বাক্ষরঃ (কম পক্ষে ৪ জনের)

নাম স্বাক্ষর পদবী

১।
২।
৩।
৪।

উপরেরর বর্ণনানুযায়ী মেঃ টন গম/চাউলের মাষ্টার রোল ও অন্যান্য কাগজ পত্রাদি বুঝিয়া পাইয়াছি,তাহা সমন্বয় করা যাইতে পারে।

স্বাক্ষর
অফিস সহকারী

উপরের বর্ণনা সঠিক, মেঃ টন গম/চাউলের মাষ্টার রোল সমন্বয় করা যাইতে পারে।

স্বাক্ষর
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার

প্রস্তাব অনুযায়ী সমন্বয় করা হইল
স্বাক্ষর
উপজেলা নির্বাহী অফিসার

সমন্বিত মাষ্টার রোল ফরম (খাদ্যশস্য)
(গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য)

আর্থিক সনঃ ইউনিয়নঃ উপজেলাঃ জেলাঃ

প্রকল্প নং প্রঃ নামঃ

ক্র /নং	শ্রমিকের নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা	দলপতির নাম	মোট কার্য্য দিবস	কাজের পরিমাণ (ঘঃ মিঃ)	প্রদানের হার গম/চাল	পাওনার পরিমাণ গম/চাল	পরিশোধিত গম/চালের পরিমাণ	প্রাপকের স্বাক্ষর/ টিপসহি	সনাক্তকারীর স্বাক্ষর	বিতরণকারীর স্বাক্ষর

আমি এতদ্বারা সার্টিফিকেট প্রদান করিতেছি
যে কাজ সন্তোষজনকভাবে সম্পাদিত
হইয়াছে এবং পাওনা পরিশোধ করা হইয়াছে।

আমি এতদ্বারা সার্টিফিকেট প্রদান করিতেছি
যে কাজ সন্তোষজনকভাবে সম্পাদিত হইয়াছে এবং প্রাপককে
পাওনা গম/চাল সঠিকভাবে পরিশোধ করা হইয়াছে।

১। স্বাঃ ৪। ....সদস্য
সভাপতি প্রঃ বাঃ কঃ
২। স্বাঃ ৫। ....সদস্য
সেক্রেটারী প্রঃ বাঃ কঃ
৩। স্বা................সদস্য ৬। ....সদস্য
৭। ....সদস্য

স্বাঃ
প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার

সমর্থনার্থ স্বাঃ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার

সংলগ্নী -৮

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা /খাদ্যশস্য) প্রকল্পে কর্মরত শ্রমিকদের হাজিরা রেজিষ্টার

আর্থিক সনঃ ইউনিয়নঃ উপজেলাঃ জেলাঃ

প্রকল্প নং- প্রকল্পের নামঃ

মাসঃ

ক্র/ নং	শ্রমিকের নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা	দলপতির নাম	হাজিরার তারিখ												মোট দিন	সম্পাদিত কাজের পরিমাণ (ঘঃ মিঃ)
			১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২		

হাজিরা গ্রহণকারীর স্বাক্ষর প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি সভাপতির স্বাক্ষর

মাপ ও মজুরী প্রদান খতিয়ান (খাদ্যশস্য)

প্রকল্পের নমবরঃ

প্রকল্পের নামঃ আর্থিক বৎসরঃ ইউনিয়নঃ উপজেলাঃ

দল নং	খাদের মাপ গ্রহণের তারিখ	দলের সর্দারের নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা	মাপকৃত খাদের সংখ্যা	মাটির পরিমাণ (ঘনমিটার)	শ্রমিক ও সর্দারের প্রাপ্য মজুরী (খাদ্যশস্য)	মজুরী পরিশোধের তারিখ	পরিশোধিত মজুরীর পরিমাণ (খাদ্যশস্য)	মজুরী গ্রহণকারী সর্দারের স্বাক্ষর/ টিপসহি	প্রঃ বাঃ কঃ চেয়ারম্যান স্বাক্ষর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		মোট =							

মাপ বহি

(গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য)

প্রকল্প নং- আর্থিক বৎসর ইউ পিঃ উপজেলা জেলা

প্রকল্পের নামঃ

প্রঃ বাঃ কমিটির সভাপতিঃ

কাজ সম্পাদনের তারিখঃ আরম্ভ .... সমাপ্ত..................... মাপ গ্রহণের তারিখঃ

ক্রমিক নং	দলপতির নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা	কাজের বিবরণ	খাদ নং	কাজের বিবরণ			পরিমাণ ঘনমিটার/ বর্গমিটার	মন্তব্য
				দৈর্ঘ্য	প্রস্থ	উচ্চতা		

উপস্থিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষরঃ

ক্রমিক নং	নাম	স্বাক্ষর
১।		
২।		
৩।		
৪।		
৫।		
৬।		
৭।		

স্বাক্ষর
প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা

প্রতি স্বাক্ষর
উপজেলা নির্বাহী অফিসার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচীর মাটির কাজের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন
(খাদ্যশস্য)

ক। ১। উপজেলা ....২। জেলা ....
৩। অর্থ বৎসর..
৪। উপজেলা কর্তৃক কর্মোত্তর জরীপের তারিখ..

খ। ১। প্রকল্পের নাম ও নমবর .... ২। প্রকল্পের প্রকারভেদ..
৩। অতিক্রান্ত ইউনিয়নের নামঃ (অ) (আ)
(ই)
৪। কাজ আরম্ভের তারিখঃ................................. ৫। কাজ সমাপ্তির তারিখঃ ....
৬। অনুমোদিত দৈর্ঘ্য/আয়তনঃ.................................... কিঃ মিঃ /হেক্টরঃ।
৭। সম্পাদিত দৈর্ঘ্য/ আয়তনঃ.................................... কিঃ মিঃ হেক্টর ।

গ। ১। অনুমোদিত মোট মাটির কাজের ঘনমানঃ .... ঘন মিটার
২। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদিত .... ঘন মিটার
৩। কর্মোত্তর জরীপ অনুযায়ী মোট মাটির কাজের ঘনমানঃ নীটঃ................................. ঘনমিটার
(কর্মোত্তর জরিপের ঘনমান প্রারম্ভিক জরীপের ঘনমান = নীট কাজ)
৪। সম্পাদিত অনুমোদিত কাজের ....শতাংশ
৫। (ক) ঐ পরিমাণ কাজের জন্য নির্ধারিত মজুরী হারে (আনুষংগিকসহ) সর্বমোট .... মেঃ টন।
গম/চাউল প্রকল্পের শ্রমিক, সরদার ও সুপারভাইজারগণকে মজুরী হিসাবে পরিশোধ করা উচিত ছিল।
(খ) নগদায়ন হিসাবে সম্পাদনকৃত কাজের জন্য (যদি থাকে) গম/চাউলের পরিমাণ.................. মেঃ টন।
৬। উপজেলা কর্মকর্তাগণ পরিধারণ সফরকালে দেখিতে পান যে, প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে শ্রমিকগণকে গড়ে নির্ধারিত মজুরী হারে .... শতাংশ প্রদান করা হইতেছিল।

ঘ। ১। মোট বরাদ্দ আদেশের পরিমাণ .... মেঃ টন।
২। সরকারী সহানীয় ডিপো হইতে মোট খাদ্যশস্য উত্তোলন করা হইয়াছে............................ মেঃ টন।
৩। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি শ্রমিক, সরদার এবং সুপারভাইজারগণকে মোট .... মেঃ টন খাদ্যশস্য পরিশোধ করিয়াছেন বলিয়া জানাইয়াছেন।
৪। সরকারী গুদাম হইতে উত্তোলন করা গম/চাউলের মধ্যে .... মেঃ টন উদ্বৃত (যদি থাকে) রহিয়াছে।
৫। উক্ত উদ্বৃত্তের কারণসমূহঃ ....
৬। উহা বর্তমানে কোথায় মজুদ আছে ?
৭। উদ্বৃত্ত মজুদের গুনগতমানঃ ভাল /খারাপ।
৮। উদ্বৃত্ত মজুদ কিভাবে ব্যবহার করা হইবে বলিয়া প্রস্তাব করা হইয়াছে ....

ঙ। ১। পরিবহন ও আনুষংগিক খরচ বাবদ ৬০% হারে সরকারী বরাদ্দের পরিমাণ................................. টাকা।
২। কমিটিকে প্রদানকৃত টাকার পরিমাণ (খালি বস্তার মূল্য সমন্বয় সহ)ঃ
ক) পরিবহন খরচ বাবদ টাকা ....
খ) আনুষংগিক খরচ বাবদ টাকা ....
মোট টাকা ....
৩। উত্তোলিত খাদ্যশস্যের খালি বস্তার সংখ্যা .... টি
টাকা .... হারে মোট বিক্রয়মূল্য টাকা ....।
৪। পরিবহন ও আনুষংগিক খাতে টাকা ....উদ্বৃত্ত রহিয়াছে, যাহা ব্যাংকের সঞ্চয়ী / চলতি হিসাবে গচ্ছিত আছে।

চ। ১। প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার মন্তব্যসমূহঃ
(A) সম্পদ ব্যবহারঃ বাস্তবিকভাবে সম্পাদনকৃত কাজ এবং মজুরী পরিশোধের হারের ভিত্তিতে সমর্থনযোগ্য ব্যয়ের পরিমাণ মাত্র .... মেট্রিক টন গম/চাউল।
(আ) প্রকল্পের গুনগতমানঃ সন্তোষজনক/সন্তোষজনক নহে (যদি সন্তোষজনক না হয় তাহা হইলে ত্রুটিসমূহ উল্লেখ করুন)ঃ
(B) প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার সুপারিশঃ

প্রকল্প বাস্তবায়ন
কর্মকর্তার স্বাক্ষর................................
তারিখ..........................

এই প্রতিবেদনটি উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি পুনবীক্ষণ এবং অনুমোদন করিয়াছেন ।

স্বাক্ষরঃ-................................

উপজেলা নির্বাহী অফিসার

তারিখঃ..............................

মূল কপিঃ প্রকল্প নথি

অনুলিপিসমূহঃ ১। মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর,ঢাকা।
২। জেলা প্রশাসক।

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচীর মাসিক সমন্বিত প্রতিবেদন (মাটির কাজ)
(জেলার প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য)

সনঃ ....

জেলাঃ ....প্রতিবেদনের মাসঃ...

ক্র নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের প্রকারভেদ					দৈর্ঘ্য (মিটার)	আয়তন (বর্গ মিটার)	অনুমোদিত কাজের পরিমাণ (ঘনমিটার)	বাস্তবে সম্পাদিত কাজের পরিমাণ (ঘনমিটার)	বরাদ্দের পরিমাণ গম/চাল (মেঃ টন)	হাল নাগাদ উত্তোলিত/ ছাড়কৃত খাদ্যশস্যের পরিমাণ	কাজের অগ্রগতির হার (%)	খাদ্যশস্য ছাড়ের/ উত্তোলনের হার (%)
		রাস্তা	বাঁধ	খাল	পুকুর	মাটি ভরাট								
১	২	৩ক	৩খ	৩গ	৩ঘ	৩ঙ	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	মোট -													

স্বাক্ষর..

জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা।

সংলগ্নী-১৩

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচীর মাসিক প্রতিবেদন (মাটির কাজ)
(উপজেলার প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য)

সনঃ ....

উপজেলাঃ..................................জেলাঃ...প্রতিবেদনের মাসঃ...

ক্র নং	প্রকল্প নমবর	প্রকল্পের প্রকারভেদ					কাজ আরম্ভের তারিখ	দৈর্ঘ্য (মিটার)	আয়তন (বর্গ মিটার)	অনুমোদিত কাজের পরিমাণ (ঘনমিটার)	অনুমোদিত বরাদ্দের পরিমাণ (মেঃ টন)	বাস্তবে সম্পাদিত কাজের পরিমাণ (ঘনমিটার)	হাল নাগাদ উত্তোলিত/ ছাড়কৃত খাদ্যশস্যের পরিমাণ	কাজের অগ্রগতির হার (%)	খাদ্যশস্য ছাড়ের/ উত্তোলনের হার (%)
		রাস্তা	বাঁধ	খাল	পুকুর	মাটি ভরাট									
১	২	৩ক	৩খ	৩গ	৩ঘ	৩ঙ	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	মোট -														

স্বাক্ষর...
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা।

সংলগ্নী-১৪

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচীর আওতায় গৃহীত প্রকল্পের প্রকল্প ভিত্তিক প্রাক্কলনের সার-সংক্ষেপ
খাদ্যশস্যের জন্য প্রযোজ্য

উপজেলার নামঃ   উপজেলার কোড নং-

প্রকল্প নং	ডিজাইন						ডিজাইন মাটি (ঘঃমিঃ)	অতিঃ মাটি (ঘঃমিঃ) (+)	প্রি-ওয়ার্ক মাটি (-) (ঘঃমিঃ)	নীট মাটি (ঘঃমিঃ) (------)	মাটির জন্য চালের পরিমাণ	লীড			লীফট			অন্যান্য আনুষাংগিক কাজের জন্য খাদ্যশস্যের পরিমাণ					সুপারভিশন	সর্বমোট প্রাক্কলিত চাল
	চেইনেজ		প্রযোজ্য দৈর্ঘ্য	উপর	তলা	উচ্চতা						সংখ্যা	মাটি (ঘঃমি)	চাল	সংখ্যা	মাটি (ঘঃমিঃ)	চাল	ম্যানুঃ কম্পাকঃ	ড্রেসিং	টার্ফিং	পানি সেচ	শক্ত/ কাঁদা		
	হইতে	পর্যন্ত																						
১																								
২																								
৩																								
৪																								
৫																								
৬																								
৭																								
৮																								
৯																								
১০																								
১১																								
১২																								
১৩																								
মোট																								

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা   উপজেলা নির্বাহী অফিসার

সহায়ী রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করার জন্য
ছকঃ ক

....কর্মসূচীর অব্যয়িত/আত্মসাৎকৃত গম/চাল/ত্রাণ সামগ্রী এর সহায়ী বিবরণ।

উপজেলা..জেলা..

ক্রমিক নং	অব্যয়িত/আত্মসাৎকৃত সম্পদের তথ্য	গৃহীত কার্যক্রম	আদায়কৃত টাকা	জমাকৃত টাকার চালান নং ও তারিখ	মামলার নং ও তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	প্রকল্পের নাম ও নমবর					
২	প্রকল্প চেয়ারম্যানের নাম ও ঠিকানা					
৩	অব্যয়িত/আত্মসাৎকৃত সম্পদের নাম ও পরিমাণ					
৪	আদায়যোগ্য একক মূল্যঃ অংকেঃ কথায়ঃ					
৫	আদায়যোগ্য দ্বিগুন মূল্য অংকেঃ কথায়ঃ					
৬	প্রেরিত প্রতিবেদন স্মারক নং ও তারিখ					
৭	মন্তব্য					

প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
স্বাক্ষরঃ
তারিখঃ

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
স্বাক্ষরঃ
তারিখঃ

সংলগ্নী-১৫-থ

প্রতিবেদন ছক-থ

....কর্মসূচীর অব্যয়িত/আত্মসাৎকৃত গম/চাল/ত্রাণ সামগ্রী এর সহায়ী বিবরণ।

উপজেলা...জেলা..

ক্রমিক নং	সাল	প্রকল্পের নাম ও নং	প্রকল্প চেয়ারম্যানের নাম ও ঠিকানা	অব্যয়িত/আত্মসাৎকৃত গম/চাল/ ত্রাণ সামগ্রীর পরিমাণ	আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ	আদায়কৃত টাকার পরিমাণ	জমাকৃত টাকার চালান নং ও তারিখ	মামলা নং ও তারিখ	গৃহীত ব্যবসহা সমূহের বিবরণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১